জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বাড়ল ইউনিট শয্যা

বসিরহাটে ১০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি অত্যাধুনিক ডায়ালিসিস মেশিন বসানো হয়েছে। উপকৃত হবেন ৩০ লক্ষ মানুষ

রেকর্ড বৃষ্টি কলকাতায়

পাঁচ বছরের মধ্যে চলতি বছর জুলাইয়ে কলকাতায় সব থেকে বেশি বৃষ্টি ৫৯৩.৬ মিমি হয়েছে। গত বছর জুলাই মাসে বৃষ্টি হয়েছিল ৩২৮.৪ মিমি। এই বছর শুধু জুলাইয়ে হয়েছে ৬৪%-র বেশি

'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পে ৫ হাজার পড়ুয়াকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ রাজ্য সরকারের

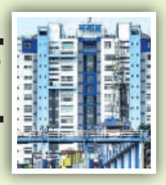

পহেলগাঁও : বিরোধী প্রশ্নে জেরবার হলেন মোদি-শাহ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬৭ • ৩০ জুলাই, ২০২৫ • ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 67 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 30 JULY, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

কৃষকবন্ধু প্রকল্পে অর্থসাহায্য ■ জয়দেব সেতুর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশেই বিজেপি রাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্থা

প্রতিবেদন : বাংলাভাষার উপর অত্যাচার মানব না। বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলাভাষা। তার উপর আক্রমণ হলে ছেড়ে কথা বলব না আমরা। বাংলাকে কেউ তাচ্ছিল্য করলে আমরা প্রাণ দিতে রাজি, কিন্তু বাংলার সম্মান নিয়ে খেলা করতে দেব না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণদিবসে শপথ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশেই বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে রাজ্যে-রাজ্যে।

মঙ্গলবার বীরভূমের ইলামবাজারে প্রশাসনিক জনসভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে বাংলার অস্মিতা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। একযোগে গর্জে উঠলেন কেন্দ্রীয় সরকার ও ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, বাংলা ও বাঙালির প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ, তোমাকে বাংলার মানুষই জবাব দেবে। মনে রেখো, বাংলা কারও দয়ায় বাঁচে না। বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্ম দিয়েছে। বাংলা নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। যখন ক্ষুদিরাম শহিদ হয়েছিলেন, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? ইংরেজদের দালালি করছিলে। আর এখন তোমরা 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর নামে 'বেটি জ্বালাও' কর্মসূচি করছ। এরা ভোট এলেই বলে ১৫ লক্ষ টাকা করে ব্যাঙ্কে দেব। কিন্তু ভোট চলে গেলে নো পাত্তা। ভোট এলেই এটা দেব, ওটা দেব। ভোট চলে গেলেই সব কো মারেঙ্গে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শুনে রাখো, বাংলার ভিক্ষা করার দরকার নেই। বাংলা মাথা নিচু করতে জানে না। বাংলা মাথা উঁচু করে লড়াই করে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে দেন, ভোটার লিস্টের কাজ সব ভাল করে করবেন। অসুবিধা হলে বিএলও-দের বলবেন। বলছে কি না সবাই রোহিঙ্গা! ওদেরই জিজ্ঞেস করুন রোহিঙ্গাদের সংখ্যা কত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে অসম, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান এবং দিল্লির ডবল ইঞ্জিন সরকার বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। (এরপর ৭ পাতায়)

একনজরে উন্নয়ন

- ১,১৪২ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস
- অজয় নদের উপর স্থায়ী ব্রিজ, নতুন নাম জয়দেব সেতু
- সেতুটি ২.৭৩ কিমি, খরচ ১৩৭ কোটি টাকা
- ডায়মন্ড হারবারবাসীদের জন্য চালু লালপোল ব্রিজ
- ১৩ কোটি খরচে, ৮০ মিটার দীর্ঘ ও ৭.৫ মিটার প্রস্থ ব্রিজটি
- মালদহের নদীর খাঁড়ির উপর পাঁচটি সেতুর উদ্বোধন
- দেউচা-পাঁচামিতে ৩০ হাজার কোটি টাকার গ্লোবাল টেন্ডার
- সিউড়িতে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার হাইব্রিড সিসিইউ
- বসিরহাটে ২ কোটি টাকা খরচে ডায়ালিসিস ইউনিট
- সারা ভারতের বিগত পাঁচ বছরে গ্রামীণ রাস্তা প্রকল্পে রাজ্য প্রথম
- ২১৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কর্মশ্রী প্রকল্প

বীরভূমের ইলামবাজার। প্রশাসনিক জনসভা ও সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তা মুখ্যমন্ত্রী।

বড় বড় চোরেরা বসে রয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে ইলামবাজারের প্রশাসনিক জনসভা থেকে ফের গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বড় বড় চোর তো উত্তরপ্রদেশ-রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশে বসে আছে। সেখানে ক'টা টিম গেছে? মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, বাংলার প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে, অথচ উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে বড় বড় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কতটা ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্র? এরপর উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সব বিষয়েই দেশের মধ্যে এগিয়ে বাংলা।

কেন্দ্রের স্বীকৃতিতেই একশো দিনের কাজ, আবাসের কাজে দেশের সেরা হয়েছে বাংলা। এছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রকল্পে শিরোপা পেয়েছে। তার পরেও বারবার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখে বঞ্চনা করছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। এই নিয়ে আগেই বাংলা থেকে দিল্লি (এরপর ৭ পাতায়)

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল ঘুরে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গুরগাঁওয়ে বাঙালিদের পাশে পাঁচ সাংসদ

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবার গুরগাঁও গেলেন তৃণমূলের পাঁচ সাংসদ। এখানে কলোনিতে বসবাসকারী অত্যাচারিত বাঙালিদের পাশে দাঁড়ালেন সাংসদরা। বাংলায় কথা বললেই অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে। এই প্রতিনিধি দলে থাকা সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক জানালেন, মাঝরাতে এসে একদল লোক পুলিশ বলে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। না খুললে দরজা ভেঙে ঢুকছে। অনেক সময় মদ্যপ (এরপর ৭ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ—'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জলোচ্ছ্বাস

মুহূর্তে মুহূর্তে জল এর উচ্ছ্বাস
সমুদ্র তট ধরে,
জাগছে তটিনী
লহরীর মাঝে
অসংখ্য ঢেউ কন্যা
বালির মাঝারে।
চিক চিক জলে
জলমালা জলবন্যা,
জল এর তোড়,
জল এর জোর,
জল এর ধাক্কায়
—পাথরেও অনন্যা।
উথালা-পাথালা
জল এর জোর।
জলের স্রোতে
তীর থরথর
আকাশ চমকে বিজলি,
বাতাসের জোরে
উড়ু উড়ু চুল
কাঁপিছে দরজা জানালা,
তবু বালুচরে
শূন্য বালি খালি
চমকিছে আলোতে আলোকলি।

ভোট-তালিকায় বেশি নাম বাদ গেলেই সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় ব্যাপক হারে নাম বাদ গেলে হস্তক্ষেপ করবে সুপ্রিম কোর্ট। বিহারে এসআইআরের বিরোধিতায় দায়ের মামলায় কমিশনকে তাদের প্রকাশিত নির্দেশিকার কথা মনে করিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর পর্যবেক্ষণ, ব্যাপকহারে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবেন। এর থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত, নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের ঊর্ধ্বে নয়। কমিশনকেও (এরপর ৭ পাতায়)

২
৩০ জুলাই ২০২৫
বুধবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

30 July, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১৮
স্বামী প্রেমানন্দের (১৮৬১-১৯১৮) তিরোধান দিবস। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম। গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম বাবুরাম ঘোষ। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর রাতে এঁরই জন্মস্থান আঁটপুরে বিবেকানন্দ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের ৯ জন শিষ্য গৃহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলে রামকৃষ্ণ মিশনের বীজ উপ্ত হয়।

২০০৭
ইঙ্গমার বার্গম্যান ও মিশেলাঞ্জেলো আন্তনিওনি (১৯১৮-২০০৭) ও (১৯১২-২০০৭), দুই দিকপাল চলচ্চিত্রকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রয়াত হন। সুইডিশ চিত্র পরিচালক বার্গম্যানের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দ্য সেভেন্থ সিল'। 'পারসোনা' ও 'ফ্যানি অ্যান্ড অ্যালেকজান্ডার'। অন্যদিকে আন্তনিওনি ছিলেন ইতালীয় চিত্র পরিচালক। একমাত্র তিনিই গোল্ডেন লায়ন, গোল্ডেন বিয়ার এবং গোল্ডেন লেপার্ড জিতেছেন।

১৮২২ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ (১৮২২-১৮৮৭) এদিন জন্ম গ্রহণ করেন। অযোধ্যার এই নবাব শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ব্রিটিশদের অধিগ্রহণ নীতির ফলে তিনি লখনউ থেকে নির্বাসিত হন। আশ্রয় নেন কলকাতার মেটিয়াবুরুজে। তাঁর জীবন-আলেখ্য নিয়েই তৈরি হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী ছবি 'শতরঞ্চ কি খিলাড়ি'। জনপ্রিয় ঠুমরি গান 'বাবুল মোরা, নৈহর ছুটো হি যায়ে' তাঁরই রচনা।

১৯৮৭
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) প্রয়াত হন। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও ছোট-গল্পকার। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি লিট' উপাধি প্রদান করে। এ-ছাড়া পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কার।

১৯৩০
প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে উরুগুয়ে আর্জেন্টিনাকে ৪-২ গোলে পরাস্ত করে। হাফ টাইমেও ২-১ গোলে পিছিয়ে ছিল উরুগুয়ে। সেই বিজয়ী দলের সদস্যদের কেউ আজ আর বেঁচে নেই।

২০১২
দিল্লিতে ব্ল্যাক আউট ও তামিলনাড়ু এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ড। পাওয়ার গ্রিড বিপর্যয়ের ফলে দিল্লি ও তার আশেপাশের অঞ্চলে চার কোটি মানুষ অন্ধকারের কবলে পড়েন। দেশে এতবড় বিদ্যুৎ বিপর্যয় আর কখনও হয়নি। এদিন ভোর ৪টে ২২ নাগাদ নেল্লোরের চেন্নাইগামী তামিলনাড়ু এক্সপ্রেসে আগুন লেগে যাওয়ায় ৩২ জন যাত্রী মারা যান।

২০০৪
হীরেন মুখোপাধ্যায় (১৯০৭-২০০৪) এদিন প্রয়াত হন। রাজনীতিবিদ, আইনজীবী এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী শিক্ষাবিদ। ১৯৫১ থেকে ১৯৭৭ টানা পঁচিশ বছর কলকাতা উত্তর-পূর্ব কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সাংসদ ছিলেন।

১৮৫৮ জন হ্যানিং স্পেক (১৮২৭-১৮৬৪) এদিন নীল নদের উৎস খুঁজতে খুঁজতে ভিক্টোরিয়া হ্রদ আবিষ্কার করে বসেন। আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ এটি। স্পেক কর্মসূত্রে ভারতে এসেছেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন হিমালয়ের বুকে, তিব্বতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

১৯৬৬ ইংল্যান্ড ফুটবলে বিশ্বকাপ জেতে। ফাইনালে পশ্চিম জামানিকে তারা ৪-২ গোলে হারায়। ফুটবলের ইতিহাসে ইংরেজরা ওই একবারই বিশ্বকাপ জিতেছে।

২৯ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৫৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.৬৬	৮৬.৫১
ইউরো	১০১.৬৩	৯৯.৯৩
পাউন্ড	১১৭.৩৬	১১৫.৫০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী, জয়া এহসান প্রমুখ

■ শিল্পা শেঠী, সঙ্গে সঞ্জয় দত্ত

পার্টির কর্মসূচি

বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য সুকুমার দাস-সহ প্রায় ১৫ জন সক্রিয় সদস্য বিজেপি ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এদিন কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশ বর্মার বসুনিয়ার বাসভবনে জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা নিয়ে তাঁরা বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৫৮

■	■	১	■	■	২		৩
■	৪		৫	■		■	
৬		■	৭				
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২					■	১৩	
	■		■	১৪	১৫		■
১৬			■	■		■	■

পাশাপাশি : ২. স্মৃত ৪. মঙ্গলময় শিব, মহাদেব ৬. বাসভবন ৭. বরখাস্ত, পদচ্যুত ৮. মূর্তিবিশিষ্ট ১০. পরিমাণ; ওজন ১২. শঠতা ১৩. গোলমাল, চেঁচামেচি ১৪. পেট ১৬. এক শিকারি পাখি।

উপর-নিচ : ১. তুমি— নীরবে ২. নির্দেশপত্র ৩. পক্ষ, দিক ৪. আশ্বাস ৫. কিরাত, ব্যাধ ৯. যমের মুখ ১০ কুটির ১১. ছোট নদী; খাল ১২. নয় তারিখের ১৫. প্রতারক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৫৭ : পাশাপাশি : ১. অভিসার ৩. রাকেশ ৫. আম ৬. ক্ষমতা ৮. পদ ১০. লিভার ১১. গণ্ডক ১৩. মজা ১৫. টঙ্কন ১৮. ত্রিক ১৯. বন্ধুত্ব ২০. হাঁকডাক। **উপর-নিচ :** ১. অভিশাপ ২. সাপেক্ষ ৩. রাম ৪. শম ৫. আতালি ৭. চরম ৯. দগড়া ১২. কটক ১৪. জাগরূক ১৬. নরক ১৭. ধব ১৮.ত্রিত্ব।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

30 July, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

ইলামবাজারে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দোকানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কেনাকাটা

সংবাদদাতা, বীরভূম : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দোকান থেকে বেশ কিছু পোশাক কিনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ইলামবাজার প্রশাসনিক সভায় প্রথমেই তিনি এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দেওয়া দোকানে গিয়ে মহিলাদের কাছে জানতে চান নতুন কী এসেছে। বেশ খানিকক্ষণ শাড়ি এবং পোশাক দেখার পরে মুখ্যমন্ত্রী জানান তিনি একটি শাড়ি পছন্দ করেছেন এবং সেটাই নেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কুশমা পাল বলেন, আমরা খুব খুশি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কাছ থেকে জিনিস কিনছেন। তিনি গ্রামবাংলার মহিলাদের হাতের তৈরি জিনিস এত পছন্দ করেন তা আগে জানতাম না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী একটি বালুচরি শাড়ি, তসরের দুটো স্টোল, দুটো পাঞ্জাবি এবং বেশ কিছু উত্তরীয় ও একটি কুর্তি কেনেন। উনি মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন রকমের প্রকল্পের সূচনা করেছেন। তাঁদের আর্থিক সাহায্যও করেন প্রশাসনিক সভার মঞ্চ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলারাই তাঁর শক্তি। আর্থিকভাবে মহিলারা যত স্বাবলম্বী হবে, তত সমাজ সংগঠিত হবে। সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বীরভূমের ৬৭ হাজারের ওপরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা আজ স্বাবলম্বী হয়েছে। বীরভূম জেলা প্রকল্প অধিকর্তা আজমল হোসেন জানিয়েছেন, বীরভূম জেলায় তিনটে সৃষ্টিশ্রী আউটলেট রয়েছে। স্বনির্ভর দলের মহিলারা এগুলো পরিচালনা করেন। তাঁদের হাতে তৈরি জিনিস এখানে বিক্রি হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে মঞ্চের পাশের আউটলেটে গিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের হাতে তৈরি পোশাক কেনায় মহিলারা খুব খুশি।

ফিরে আসুন পরিযায়ীরা এ-রাজ্যেই কাজ পাবেন

প্রতিবেদন : ভিনরাজ্যে কর্মরত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ইলামবাজারের সভা থেকে শ্রমিকদের পরিবারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ওদের বলুন চলে আসতে। বাংলায় কাজের অভাব নেই। যে কাজ ওরা বাইরে করছে তা এখানেই করতে পারে। ওরা ফিরে আসতে চাইলে ওদের গাড়ি ভাড়া করে দেব। রেশন কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেব। কর্মশ্রী প্রকল্পের আওতায় নিয়ে নেব বা জব কার্ড তৈরি করে দেব। ওরা কাজ পাবে এখানেই। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেব চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। অন্য রাজ্যে অত্যাচারিত না হয়ে বাংলায় ফিরে আসুন। এখানে সোনার ক্লাস্টার, টেক্সটাইল ক্লাস্টার-সহ ক্লাস্টার হচ্ছে। প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে দেউচা-পাঁচামিতে এক লক্ষ ছেলে-মেয়ের কাজ হবে। এছাড়াও অন্যান্য ফ্যাক্টরি তো আছেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেউচা-পাঁচামিতে ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ। গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হয়েছে। মাইনিং এলাকায় মহুয়া, শাল এবং অন্যান্য গাছ না কেটে নিকটবর্তী জায়গায় জঙ্গল তৈরি করে দিয়েছি। ব্যাসাল্ট মাইনিং হচ্ছে। এই জেলাতেই ৫৭ হাজারের বেশি এমএসএম ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে বাংলায় কাজের অভাব নেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব কোথায়?

সংসদে শুধুই মিথ্যাচার। বিরোধীদের চোখা চোখা প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নিজেদের দায়, দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা ঢাকতে কখনও তৃণমূলকে, কখনও বিরোধীদের চটুল আক্রমণের পথ নিলেন মোদি-শাহ। সংসদের আলোচনায় সুর বেঁধে দিয়েছিলেন তৃণমূলের সাংসদরা। একের পর এক প্রশ্ন, কিন্তু জবাব কোথায়? তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল তৃণমূল-সহ বিরোধীদের বক্তব্যে। কঠোর নিরাপত্তা তবু কীভাবে ঢুকল জঙ্গিরা? পহেলগাঁও উপত্যকায় কেন ছিল না যথাযথ নিরাপত্তা? জঙ্গিরা হত্যালীলা চালানোর দেড় ঘণ্টা পরে কেন নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে এল? কীভাবে নিরাপত্তার ফাঁক গলে প্রায় দু'মাস ধরে উপত্যকাতেই লুকিয়ে ছিল তিন জঙ্গি? যেদিন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা সেদিনই তিন জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে। তার আগে নয় কেন? প্রশ্ন উঠবেই। প্রশ্ন উঠছে অপারেশন সিঁদুর নিয়েও। ভারতের ক'টি রাফায়েল যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে? ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কত? ট্রাম্পের চাপেই কি সিজ ফায়ার করতে বাধ্য হয় ভারত? যদি তা না হয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করে পাল্টা জবাব কেন দেয়নি কেন্দ্র? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি দল পাঠানো সত্ত্বেও অধিকাংশ দেশ কেন ভারতের পাশে দাঁড়ায়নি? কেন দেশগুলি পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ভূমিকার নিন্দা করেনি? ঘটনার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা আইবি প্রধান কেন পদত্যাগ করলেন না? পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তা দখল করা গেল না? এই প্রশ্ন শুধু বিরোধী নয়, দেশের মানুষের। জবাব দিতে হবে মোদি-শাহকে।

e-mail থেকে চিঠি

দেশ-বিরোধী বিজেপি ভারত ছাড়ো

বিজেপির দেশপ্রেম, বিজেপির সেনা বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা পুনঃ পুনঃ প্রকটিত। এর সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত সোফিয়া কুরেশির সম্পর্কে তাদের মন্তব্য। ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার জন্য বিতর্কে জড়িয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কুনওয়ার বিজয় শাহ। ওই ঘটনায় তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই নির্দেশ না মানায় মন্ত্রীকে তীব্র ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত। সোমবার বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, মন্ত্রীর উদ্দেশ্য নিয়ে আদালতের ক্রমশ সন্দেহ বাড়ছে। উনি আদালতের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চাইছেন। মন্ত্রীর আইনজীবীকে পরমেশ্বর জানান, বিজয় ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। অনলাইনে তা দেখা যাচ্ছে। দ্রুত তা কোর্টেও নথি হিসেবে দেওয়া হবে। এরপর শীর্ষ আদালত এই মামলায় গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-কে পুরো বিষয়টি নিয়ে ১৩ আগস্ট রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে। অপারেশন সিন্দুরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কর্নেল কুরেশি। ভারত-পাকিস্তান সংঘাত চলাকালীন নিয়মিত সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতেন তিনি। বিজয় ভারতীয় সেনার প্রশংসা করতে গিয়ে কর্নেল কুরেশিকে 'সন্ত্রাসবাদীদের বোন' বলে উল্লেখ করেন। তারপরই দেশ জুড়ে নিন্দার ঢেউ ওঠে। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট পুলিসকে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেয়। পরিস্থিতি সামলাতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ক্ষমা চাইলেও স্বস্তি মেলেনি বিজয়ের। বরং তাঁর ক্ষমা চাওয়ার ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এরপর বিজেপি দেশপ্রেম আর সেনার প্রতি শ্রদ্ধার নাটক করলেও তাতে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। দেশদ্বেষী বিজেপি ভারত ছাড়ো। আগামী অগাস্টে এই আওয়াজ উঠুক দিকে দিকে।

— সুপ্রভাত দত্ত, হাজরা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নানুরের গণহত্যা

বাম জমানার রক্তাক্ত স্মৃতি

সদ্য চলে গেল নানুর দিবস। মনে করিয়ে দিয়ে গেল, বাম শাসনাধীন বঙ্গে হত্যা আর নির্যাতনের ইতিবৃত্ত। যারা আজ বড় বড় কথা বলছে, তাদের মুখের সামনে আয়না ধরলেন

রাহুল চক্রবর্তী

৩৪ বছরের বাম অপশাসনে যতগুলো গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে নানুরের গণহত্যা অন্যতম। বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে অজয় ও ময়ূরাক্ষীর মাঝখানে পলি দিয়ে গড়ে ওঠা এক সমভূমি অঞ্চল হল নানুর। নানুরের গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া শুষ্ক এবং উষ্ণ। বর্ষাকালে এই অঞ্চলে প্রায় ৭৫-৮০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অঞ্চলে প্রায় ১৩ বার ভয়ংকর খরা দেখা দেয়। এছাড়াও বেশ কয়েকবার এখানে বন্যাও হয়েছে। একুশ শতকে ২০০৪ সালের বন্যায় এই অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৪টি গ্রাম নিয়ে গঠিত নানুর ব্লক অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া একটি অঞ্চল। এখানে তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষ-সহ বহু মুসলমান পরিবার বসবাস করেন। যার সিংহভাগ মানুষই কুটিরশিল্পের সাথে যুক্ত। সুযোগের অভাব ও উপেক্ষা তাদের উপার্জনের পথে প্রধান বাধা। বাম জমানায় রাজনৈতিকভাবে নানুর বীরভূম জেলার সর্বাধিক অশান্ত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত, যার জলজ্যান্ত প্রমাণ ২০০০ সালের ২৭ জুলাই যে দিন কিনা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় 'নানুর দিবস' হিসেবে খ্যাত। কী ঘটেছিল সেদিন?

নানুর থানা এলাকার সূচপুরে এগারো জন ভূমিহীন খেতমজুর হত্যার একটি ঘটনা। গরিব খেটে খাওয়া ভূমিহীন কৃষকরাও ওই লাল হার্মাদ নরখাদকদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। একসাথে ১১ জন ভূমিহীন কৃষক যারা কিনা তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ছিলেন তাদেরকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করেছিল সিপিএমের জল্লাদ বাহিনী। যা নানুরের 'সূচপুর গণহত্যা' নামেও পরিচিত। তৎকালীন সময়ে রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পেয়ে দিল্লি থেকে ছুটে আসেন। নৃশংস ভাবে হত্যা করেও হার্মাদরা ক্ষান্ত হয়নি, নিহত ১১ জনের দেহ কবর দিতেও প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। পরে মমতা দি-র নেতৃত্বে শেষকৃত্যসম্পন্ন হয়। সেই সময় দিদি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন নানুরের মাটি থেকে ঘোষণা করেছিলেন নিহত কর্মী সমর্থকদের পরিবার পিছু একজনের চাকরি হবে। নেত্রীর ঘোষণা মতো এগারোটি পরিবারই চাকরি পেয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিলে সেই কথা রাখতেও জানেন।

নানুর হত্যাকাণ্ডের পরে, সিপিএমের ঐ অঞ্চলের সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জি, নিহতদের 'ভাড়াটে গুন্ডা, ডাকাত এবং ভয়ঙ্কর সমাজবিরোধী' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে নিহতেরা প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন কৃষক ছিল, যাদের জমি-সংক্রান্ত বিরোধের কারণে হত্যা করা হয়েছিল। লাল হার্মাদদের পলিটব্যুরো সদস্য এবং সিপিআই (এম)-এর নেতা অনিল বিশ্বাস এবং বিমান বসু, উভয়ই নানুর হত্যাকাণ্ডে কমরেডরাই যে যুক্ত তা স্বীকার করতে কার্যত বাধ্য হয়েছিল।

আজকে দাঁড়িয়ে শত-দ্বীপ জ্বালিয়ে গদি মিডিয়ার সান্ধ্যকালীন জলসায় বসে বুলি আওড়াতে আপনাদের লজ্জা করে না, ছিঃ! পরবর্তীতে নানুর হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী আব্দুল খালেক এবং তার রক্ষী জাহাঙ্গির আলম ২০০৫ সালের ১২ মে সিপিআই (এম) কর্মীদের বর্বরোচিত হামলায় আহত হন। পরে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া চারজনই যে শাসক দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা স্থানীয় গ্রামবাসীরাই নিশ্চিত করেছিল।

■ ২৭ জুলাই উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের পোস্টার।

সিপিএম যে কতটা নির্লজ্জ বেহায়া দুই কান কাটা অমানুষের দল তা আরও বেশি করে বোঝা যায় যখন ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানুর গণহত্যার দুই প্রধান অভিযুক্ত নিত্য চ্যাটার্জি এবং মনিরুজ্জামান-কে প্রার্থী হিসেবে তারা দাঁড় করায়। আসলে কমরেড চৌধুরীবাবু, ঘোষবাবু, ভট্টাচার্যবাবুদের ডিএনএ-টাই কলঙ্কময়। ৩৪ বছরের কালিমালিপ্ত অধ্যায়ে ঐ নরখাদকের দল কত যে গণহত্যা করেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সেই ১৯৭০ সালের ১৭ই মার্চ, সাঁইবাড়ি গণহত্যা- ছেলেকে খুন করে তার রক্ত দিয়ে ভাত মেখে তার মা-কেই খাইয়েছেন, ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি-মরিচঝাঁপি গণহত্যাকান্ড, ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল কলকাতায় বিজন সেতুর উপরে আনন্দমার্গীদের জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করলেন, ১৯৯০ সালের, ৩০ মে বাণতলা রোডে ধর্ষণ করলেন স্বাস্থ্য আধিকারীকদের, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই কলকাতার রাজপথে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীদের পুলিশ দিয়ে গুলি করে হত্যা করালেন, ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারি, মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার ছোটো আঙারিয়া গ্ৰামে ১১ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করলেন, ২০০৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, ধানতলায় বরযাত্রীদের বাস থামিয়ে গণধর্ষণ করলেন, ২০০৬ সালে সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া গ্ৰামে ১৬ বছরের মেয়ে তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে খুন করলেন,২০০৭ সালের ১৪ মার্চ, নন্দীগ্রামে গণহত্যা করলেন, ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি, লালগড়ের নেতাই গ্রামে নয় জন নিরীহ গ্ৰামবাসীকে গুলি করে নৃশংস ভাবে হত্যা করলেন। আর কত মানুষের রক্ত পান করলে আপনারা শান্তি পাবেন কমরেড-বলতে পারেন?

এতকিছু ঘটনার পরেও মাননীয়া জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে মা, মাটি, মানুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ক্ষমতায় আসার আগেই স্লোগান দিয়েছিলেন 'বদলা নয়,বদল চাই'। এটাই হল প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা। ২০১১ সালের পর থেকে এই ধরনের গণহত্যা তো দূর অস্ত, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া যে উন্নয়নের কর্মসূচি সারা বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছিল, তা আজও ক্রমপ্রসারমান।

১১ শহীদের রক্ত ঘাম, ভুলিনি নানুর সূচপুর গ্রাম।

—এই বার্তার মধ্যে দিয়েই মমতাদি-র নেতৃত্বে এবং অভিষেকদা-র সেনাপতিত্বে আজও প্রতি বছর আমরা সারা বাংলায় 'নানুর দিবস' পালন করি।

তাই ৩৪ বছরের লাল সন্ত্রাসের অপশাসন যাতে আর কোনওদিন কখনও এই বাংলার মাটিতে ফিরে না আসে তার জন্য আসুন সকলে মিলে আগামী ২০২৬ সালেও চতুর্থবারের মতো মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, খেলা হবে।

ইলামবাজারে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

সহজ হল কেন্দুলি মেলায় যাওয়া জয়দেব সেতু উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

ডায়মন্ড হারবারে লালপোল সেতুরও উদ্বোধন

প্রতিবেদন: উন্নয়নের অপর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করা মুখ্যমন্ত্রীর চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। তাই সেই প্রতিশ্রুতি মিটিয়েই এবার আরও সহজ হল জয়দেব কেন্দুলির মেলায় যাওয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তৈরি হল অজয় নদের উপর স্থায়ী সেতু। এই সেতু পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করল। মুখ্যমন্ত্রী এই নতুন সেতুর নামকরণ করেন 'জয়দেব সেতু'। এদিন এই অজয় নদের উপর সেতু উদ্বোধনের পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবারবাসীদের জন্য লালপোল সেতুর উদ্বোধনও করেন তিনি।

২০১৭ সালে কাঁকসার একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নতুন সেতু তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু জমিজট-সহ বিভিন্ন কারণে সেতু তৈরির কাজ থমকে যায়। সেতুটি শিবপুর এলাকায় শুরু হয়ে ইলামবাজারের টিকরবেতায় শেষ হয়েছে। সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য ২.৭৩ কিলোমিটার। যার মোট খরচ ১৩৭ কোটি টাকা। ইলামবাজার হয়ে ঘুরে দুর্গাপুর মুচিপাড়া যেতে হলে কমপক্ষে ২৫ কিলোমিটার রাস্তা বেশি যেতে হয়। এই সেতু চালু হলে মুচিপাড়া-শিবপুর রাস্তা ধরে শান্তিনিকেতন যাওয়ার দূরত্ব প্রায় ২২-২৫ কিলোমিটার কমে যাবে।

উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অজয় নদের উপর যে সেতু গড়ে উঠেছে সেই সেতুর নাম জয়দেব সেতু করা হোক। একটা নতুন পালক জুড়ল। এই সেতু হওয়ায় উপকৃত হবেন বহু মানুষ। জয়দেবের মেলায় আসতেও মানুষের সুবিধা হবে।

এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারবাসীর বহু প্রতীক্ষিত

লালপোল ব্রিজ অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল। মুখ্যমন্ত্রী বীরভূম থেকে ভার্চুয়ালি এই ৮০ মিটার দীর্ঘ ও ৭.৫ মিটার প্রস্থের ব্রিজটির উদ্বোধন করেন। প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ত দফতরের সহযোগিতায় তৈরি এই সেতুটি ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিনের পুরনো লালপোল সেতুটি ভেঙে আধুনিক মানের এই নতুন ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই ব্রিজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও মালদহে ৫টি সেতুর উদ্বোধন করা হল। নদী, খাঁড়ির উপর এগুলি তৈরি করা হয়েছে। মমতা বলেন, পুরনো সেতুগুলি চওড়া কম ছিল। গাড়ি যেতে পারত না। মানুষের অসুবিধা হত। তাই এগুলি নতুন করে করা হয়েছে।

এসআইআর : ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত

কাজল-অনুব্রতদের নজরদারির নির্দেশ

প্রতিবেদন : এসআইআর-এর নামের তালিকা থেকে আসল ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। মঙ্গলবার ইলামবাজারের পরিষেবা প্রদান মঞ্চ থেকে সতর্ক করে দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির এই নয়া চক্রান্ত রুখতে বীরভূমের দুই তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখকে একসঙ্গে মাঠে নামার নির্দেশ দিলেন তিনি।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো এদিন বলেন, অসম, ওড়িশা, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ-সহ সমস্ত ডবল ইঞ্জিন সরকার অর্থাৎ বিজেপিশাসিত রাজ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আসলে বাংলায় প্রতিভা, পরিশ্রমের সঙ্গে পেরে উঠছে না বলে এত অত্যাচার। এরপরেই নেত্রীর বার্তা, সবাই নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন। আসল লোকের নাম যেন বাদ না যায়। এভাবে এনআরসি চালুর ষড়যন্ত্র চলছে। অসমেও হয়েছে, বাংলাতেও ওরা চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রাণ থাকতে আমরা এনআরসি হতে দেব না, রুখে দেব। কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলে প্রতিবাদ করবেন, বিএলও-কে বলবেন। বলবেন, এটা আপনার সাংবিধানিক অধিকার, আপনার রক্ষাকবচ। সংখ্যালঘু ভাইদের বলছি, যাঁরা বাইরে কাজে গিয়েছেন বা যান শুধু ইদে এলে হবে না, ভোটার লিস্টে নামটাও তুলতে হবে। এই বিষয়ে অনুব্রত মণ্ডল-কাজল শেখদের ময়দানে নামার নির্দেশ দেন মমতা। শতাব্দী রায়-সহ জেলা নেতৃত্বকে নিজের নিজের এলাকায় নজরদারির পরামর্শ দেন তৃণমূলনেত্রী।

গদ্দারের মিথ্যাচার ফাঁস মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত মালদহের পরিযায়ী শ্রমিক পরিবার। সাদা পোশাকে বাড়িতে গিয়ে মা ও তাঁর শিশুকে নির্মমভাবে মারধর রাজধানীর বিজেপি পুলিশের। স্যোশাল মিডিয়ায় সেই অত্যাচারের ভিডিও পোস্ট করে তীব্র প্রতিবাদ জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদ গর্জে উঠতেই পিটটান দেয় দিল্লি পুলিশ। সাংবাদিক বৈঠক করে দিল্লি পুলিশের ডিএসপি দাবি করেন, অভিযোগ ভিত্তিহীন। দিল্লি পুলিশের দাবি, মহিলার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আর এদিকে গদ্দার অধিকারীও সেই তালে তাল দিয়ে ভিডিও দেখিয়ে মিথ্যাচার শুরু করে। মঙ্গলবার গদ্দার ও দিল্লি পুলিশের সেই মিথ্যাচারকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইলামবাজারের পরিষেবা প্রদান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা চ্যালেঞ্জ, কে সত্যি, কে মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে! তৃণমূলনেত্রী জানান, আমি কালকে ওই বাচ্চাটার কথা বলেছিলাম। তারপরই একটার পর একটা থানায় ওদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি তো কালকেই মিটিংয়ে বলেছিলাম। রেকর্ড চেক করুন। বলেছিলাম ওদের থ্রেট করা হবে। সেটাই হয়েছে। আমরা চাইব, তাঁরা যাতে ফিরে আসেন। তাহলেই সত্যি-মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে।

বিশ্ব বাঘ দিবসে ঝড়খালির হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দিরে পরিবেশ সচেতনতা, বাঘ সংরক্ষণ ও স্থানীয় সংস্কৃতির এক অনন্য সংমিশ্রণ। ছিলেন বন বিভাগের আধিকারিকরা, প্রশাসনের প্রতিনিধিরা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী

‘নতুন কৃষকবন্ধু’ প্রকল্পে অর্থ সাহায্য শুরু রাজ্যের

প্রতিবেদন : খরিফ মরশুমে কৃষকদের আর্থিক সুরাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকবন্ধু নতুন প্রকল্পে অর্থসাহায্য প্রদান শুরু করেছে। মঙ্গলবার নিজের এক্স-হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, রাজ্যের ১ কোটি ৯ লক্ষ কৃষক ও ভাগচাষির অ্যাকাউন্টে সরাসরি মোট ২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা পাঠানো হচ্ছে। ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত ২৪ হাজার কোটি টাকার বেশি রাজ্য সরকার কৃষকদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, যাঁদের এক একরের বেশি জমি রয়েছে তাঁদের বছরে দু’দফায় ১০ হাজার টাকা এবং যাঁদের জমি কম, তাঁরাও অনুপাতিক হারে সর্বনিম্ন ৪ হাজার টাকা অর্থসাহায্য পাচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও কৃষকের মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে সামাজিক সুরক্ষা অর্থসাহায্যও দেওয়া হয় বলে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪৮ হাজার কৃষক পরিবার এই

সুবিধা পেয়েছে। সেই বাবদ রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে ২,৯২০ কোটি টাকা। পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আমি গর্বিত যে ২০১৯ সাল থেকে আমরা কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমাদের কৃষকরাই আমাদের সম্পদ, আমাদের গর্ব। আগামীতেও তাঁদের সার্বিক কল্যাণের জন্য সরকার কাজ করে যাবে।

■ প্রয়াত কাউন্সিলর শ্যামলী ভদ্রের স্মরণে ৯৫ নং ওয়ার্ড তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন মূল উদ্যোক্তা ডলি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, তারকেশ্বর চক্রবর্তী, তপন দাশগুপ্ত, সন্দীপ নন্দী মজুমদার, অনিতা কর মজুমদার, অরূপ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ। রক্তদান করেন ১৪১ জন। মঙ্গলবার।

৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে জুলাইতে সর্বোচ্চ বৃষ্টি

প্রতিবেদন: ভাঙল বিগত পাঁচ বছরের রেকর্ড। চলতি বছর কলকাতায় জুলাই মাসে সব থেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, জুন মাসে বৃষ্টি কম থাকলেও জুলাই মাসে তা পুষিয়ে গেছে।

বারাকপুর	: ১১০ মিমি
কাঁথি	: ১০০ মিমি
আমতা	: ৯০ মিমি
ক্যানিং	: ৮০ মিমি
আলিপুর	: ৭০ মিমি
বাঁকুড়া	: ৬০ মিমি
দমদম	: ৫০ মিমি
লাভা	: ৭০ মিমি
দার্জিলিং	: ৫০ মিমি

বিগত পাঁচ বছরে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে তিলোত্তমায়। বৃষ্টির পরিমাণ ৫৯৩.৬ মিলিমিটার। এমনিতে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ ৩৬২ মিলিমিটার। হিসেব বলছে, এই বছর শুধু জুলাইতেই স্বাভাবিকের থেকে ৬৪ শতাংশ বৃষ্টি বেশি হয়েছে। গত বছর ৩২৮.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল জুলাই মাসে। এদিকে শুধু কলকাতা নয়, ২৮ জুলাই পর্যন্ত স্বাভাবিক বৃষ্টির তুলনায় বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গেও। ৬৮০.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণের জেলায় এখনও পর্যন্ত। স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ ৫৭১.৮ মিলিমিটার। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও স্বাভাবিকের চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। তার মধ্যে আবার বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে

হয়েছে অতিবৃষ্টি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে। সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ৭১০.৭ মিলিমিটার। এমনিতে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ ১০০৫.৩ মিলিমিটার। অর্থাৎ পাহাড়ে ২৯ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে।

■ বিদ্যাসাগরের প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ারে।

■ ঐতিহাসিক মোহনবাগান দিবস পালন করা হল দাশনগর মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাবের উদ্যোগে। পতাকা উত্তোলন করছেন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। রয়েছেন মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের হকি সচিব শ্যামল মিত্র, অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা রেশমী বল্লভ প্রমুখ।

মুম্বইয়ে রহস্য মৃত্যু তরুণীর

সংবাদদাতা, চুঁচুড়া: মুম্বইয়ের যোগাশ্রমে বাঁধের জলে তলিয়ে মৃত্যু চুঁচুড়ার তরুণীর। মৃতার নাম সঙ্গীতা চক্রবর্তী। হুগলির চুঁচুড়ার কারবালার বাসিন্দা সঙ্গীতা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। তবে কীভাবে তিনি বাঁধের জলে পড়লেন সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মৃতার পরিজনরাও। পর্যাপ্ত তদন্তের দাবি করেছে পরিবার। গান-

বাজনার শখ ছিল তরুণীর। সম্প্রতি মুম্বইয়ের যোগাশ্রমে গিয়েছিলেন তিনি। মুম্বই থেকে জানানো হয়, বাঁধের জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তরুণীর। মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন মৃতার বাবা। চুঁচুড়া পুরসভার কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, মুম্বইয়ে একটি যোগাশ্রমে গিয়েছিল। মুম্বইয়ে ওদের আত্মীয়ও রয়েছে। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তার সঠিক তদন্ত হোক।

দোষী সাব্যস্ত

সংবাদদাতা, বারাসত: তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান বিজন দাস খুনের মামলায় অভিযুক্ত গৌতম দাসকে দোষী সাব্যস্ত করল বারাসতের জেলা আদালত। আগামী বৃহস্পতিবার সাজা ঘোষণা করা হবে। গত বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে এক অনুষ্ঠান বাড়িতে বিজন দাসকে গুলি করে হত্যা করেছিল জমি ব্যবসায়ী গৌতম দাস। মঙ্গলবার বিচারক প্রজ্ঞা গার্গী ভট্টাচার্য হোসেন অভিযুক্ত গৌতম দাসকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

৫০০০ যোগ্যশ্রীকে আবাসিক কোচিংয়ের সুযোগ দিল রাজ্য

প্রতিবেদন : উচ্চশিক্ষার প্রবেশদ্বারে প্রস্তুতিতে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘যোগ্যশ্রী’ প্রকল্পের আওতায় শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে একটি বিস্তৃত আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যেখানে রাজ্যের তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অন্তত ৫০০০ পড়ুয়াকে সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স, পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট ও নিট-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে চালু হওয়া এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছে রাজ্য তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি উন্নয়ন ও অর্থ সংস্থা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১০০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একসঙ্গে শুরু হবে প্রশিক্ষণ শিবির। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি প্রশিক্ষণ পর্বে ৩০ জন করে পড়ুয়া প্রশিক্ষণ পাবেন। পুরো কোর্সটি আবাসিক এবং রাজ্যের তরফে প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা, খাওয়া, পড়াশোনার সামগ্রী, স্টেশনারি এবং স্বাস্থ্যবিধি কিট সবকিছুই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণের সর্বনিম্ন সময়সীমা ৬০ দিন হলেও, পরীক্ষার প্রস্তুতির চাহিদা অনুযায়ী সময় বাড়তে পারে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে পড়ুয়াদের জন্য ২৪ ঘণ্টার স্টাডি হল, অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদান ও নিয়মিত অ্যাকাডেমিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। যেসব কোচিং সংস্থার আবাসিক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের থেকে আগ্রহপত্র চেয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ধারিত পরিকাঠামো থাকতে হবে। নিরাপদ হস্টেল, উপযুক্ত ক্লাসরুম, স্বাস্থ্যকর রান্নাঘর এবং টিচিং ফেসিলিটি থাকা বাধ্যতামূলক। জেলা প্রশাসনই পড়ুয়াদের বাছাই করবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে কোনওভাবেই সরাসরি ছাত্র ভর্তি করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যোগ্য প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং প্রশিক্ষণচক্র শেষে প্রত্যেকটি সংস্থার পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হবে। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য, সমাজের পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার মূলস্রোতে আনার পাশাপাশি পেশাগত কোর্সে প্রবেশের সুযোগে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা করা।

শহরে ভেঙে পড়ল ৩ বাড়ি

প্রতিবেদন : টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা। লাগাতার বৃষ্টির জেরেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শহরে ভেঙে পড়ল তিনটি পুরনো বাড়ির একাংশ। সোমবার রাতে জানবাজারে রানি রাসমণি রোডে একটি দোতলা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। পুরসভা সূত্রে খবর, বাড়িটিকে ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়েছিল। মঙ্গলবার ভোরবেলা নারকেলডাঙার রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটে একটি পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ে। এই দুটি ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। কিন্তু এদিন দুপুরে মুচিপাড়ার রাজকুমার বোস লেনে আরও একটি পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ায় তিনজন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, বহু পুরনো বাড়িটি ভাঙার কাজ করছিলেন ৫-৬ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যেই ৩ জন জখম হয়েছেন। তবে তিনটি বাড়িতেই কেউ বসবাস করতেন না বলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। বাড়িগুলি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়ার ডুমুরজলা মোহনবাগান ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মোহনবাগান দিবস পালন করা হল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ও হাওড়া সদর তৃণমূলের চেয়ারম্যান অরূপ রায়, মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, মোহনবাগান ক্লাবের হকি সচিব শ্যামল মিত্র

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, ১০ শয্যার ডায়ালিসিস ইউনিট চালু বসিরহাটে

■ ইলামবাজারের সভায় মুখ্যমন্ত্রী। পাশে বসিরহাটের ডায়ালিসিস ইউনিট।

সংবাদদাতা, বসিরহাট: কথা দিলে কথা রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রমাণ মিলেছে আগে বহুবার। আবারও একবার নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটালেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন, ১০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস ইউনিট তৈরি করে দেবেন। সেই মতোই মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উদ্বোধন করলেন ১০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস ইউনিটের। উদ্বোধনের আগে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন বসিরহাট দক্ষিণের চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আগে ৫ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস বিভাগ ছিল। যাতে রোগীদের প্রয়োজন মিটছিল না। ডায়ালিসিস বিভাগে রোগীদের চাপ সামাল দিতে পারছিল না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বহুদিনের চাহিদা ছিল বসিরহাট হাসপাতালে ডায়ালিসিস বিভাগের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হোক। তা না হলে রোগীদের বাধ্য হয়ে কলকাতা সহ বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হত। যা রীতিমতো ব্যয়বহুল। চিকিৎসক বিধায়ক মানুষের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিষয়টি শুনে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ডায়ালিসিস বিভাগে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে। বিধায়ক জানান, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি অত্যাধুনিক ডায়ালেসিস মেশিন বসানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী ৫ শয্যা থেকে বেড়ে ১০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস বিভাগ তৈরি হয়ে গেছে। এর ফলে ডায়ালেসিস রোগীদের আর ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হবে না। উপকৃত হবেন প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রীর দিন বসিরহাট হাসপাতালে ১০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালাইসিস ইউনিটের পাশাপাশি এই জেলায় মোবাইল ফুড টেস্টিং ল্যাব এবং ফুড সেফটি অন হুইলের উদ্বোধনও করেন।

■ কলকাতার ১৭ নং ওয়ার্ডে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপক কেন্দ্রের উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার, দেবাশিস কুমার, অসীম বসু প্রমুখ।

সাফাইকর্মীদের উপর নজর
জিআই ট্যাগ চালু পুরসভার

প্রতিবেদন : শহর কলকাতার পরিচ্ছন্নতায় কোনও আপস নয়। তাই এবার কলকাতা পুর-এলাকায় সাফাইকর্মীদের কাজে নজর রাখতে প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে পুরসভা। সাফাইকর্মীরা সঠিকভাবে কাজ করছেন কি না, সব জায়গা ঠিকঠাকভাবে পরিষ্কার হচ্ছে কি না; সবকিছুর উপর নজরদারি চালাতে নয়া অ্যাপ চালু করছে কলকাতা পুরসভা। জিআই ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে ১৬টি বরো এলাকায় কোথায়, কখন, কোন সাফাইকর্মী, কীভাবে কাজ করছেন; তা ওই অ্যাপের মাধ্যমে জানাতে পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আধিকারিকদের। এমনকী, কাজ করার ছবিও ওই অ্যাপেই আপলোড করতে হবে সাফাইকর্মীদের। মাঝেমধ্যে সাফাইকর্মীদের কাজের মান নিয়ে পুরসভায় অভিযোগ জমা পড়ে। তাই বরোভিত্তিক সাফাইকর্মীদের উপর নজরদারি চালাতে জিআই ট্যাগ দিয়ে নয়া অ্যাপ আনছে কঠিন বর্জ্য বিভাগ। এই নতুন পদ্ধতিতে জিআই ট্যাগ মারফত কাজে গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট সাফাইকর্মীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কর্মীদের কাজ দেখে বর্জ্য বিভাগের আধিকারিকরা রিপোর্ট দেবেন বিভাগীয় ডিজিকে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে পুরসভা।

বড় বড় চোরেরা বসে রয়েছে

(প্রথম পাতার পর) আওয়াজ তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধরনা-আন্দোলনে শামিল হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে, অথচ উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে বড় বড় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কতটা ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্র? পরপর পাঁচ বছর একশো দিনের কাজে, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে বাংলা দেশের সেরা হয়েছে। সেই হিংসা থেকেই গত তিন বছর ধরে কেন্দ্র বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। এর পরেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হিংসার কোনও ওষুধ নেই! ওরা বলে বাংলায় চুরি হয়েছে, অথচ বড় বড় চোর তো উত্তরপ্রদেশ আর রাজস্থানে বসে আছে! সেখানে ক'টা টিম গেছে? মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থানে যখন মহিলাদের পুড়িয়ে মারা হয়, তখন ক'টা কমিশন যায়? বাংলায় টিকটিকি কামড়ালেও কেন্দ্রীয় দল এসে পড়ে। তোপ দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিষাক্তদের থেকে দূরে থাকুন, এরা ভয়ঙ্কর। এদিন ফের ডবল ইঞ্জিনের রাজ্যে বাংলাভাষীর উপর অত্যাচার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, বাংলা ভাষা বলার জন্য যখন অত্যাচার হচ্ছে, তখনও তো কোনও কমিশন আসে না। যত দোষ নন্দঘোষ! বাংলা উন্নতি করছে, তাই বাংলাকে শাস্তি দিচ্ছে এরা।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণ

■ শিবিরে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ আধিকারিকরা।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে স্বনির্ভর হচ্ছেন রাজ্যের মহিলারা। রাজ্যের উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য মেগা ক্রেডিট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত নকশালবাড়িতে। সোমবার এই ক্যাম্পে নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে ১৬২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার লোন ও চেক দেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেদের প্রমাণ করেছেন। তাঁদের তৈরি জিনিস পৌঁছে গিয়েছে বিদেশেও। চাহিদা বাড়ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। তাই লোন প্রদান করা হল। ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, মহকুমা শাসক অবধ সিংঘল, জেলা মুখ্য সাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার-সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ নিয়ে ছাত্র সংগঠনকে এগিয়ে চলার ডাক দিলেন ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। এদিন ছিল কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে ছাত্র সমাবেশ। তৃণাঙ্কুর বলেন, যাদের উদ্দেশ্য মিটিং শোনা, শুধু তাঁরাই কলকাতায় যাবেন প্রতিষ্ঠাদিবসের সমাবেশে যোগ দিতে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশেই

(প্রথম পাতার পর)
সমস্ত নথি থাকা সত্ত্বেও জোর করে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখছে। গ্রেট করা হচ্ছে। আমি চাই ওরা ফিরে আসুক। গুরগাঁও, হরিয়ানায় দশটা ডিটেনশন ক্যাম্প করা হয়েছে। অসমের লক্ষ লক্ষ মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখেছে। তার মধ্যে সব ধর্মের মানুষ ছিল। আজকে প্রত্যেকের নাম নতুন করে ভোটার লিস্টে তোলার বাহানায় ঘুরপথে এনআরসি চালু করার চেষ্টা করছে। বাংলায় কেউ যেন ভোটার লিস্টের নাম তুলতে বাদ না রাখে। নাম বাদ গেলে আমি ওদের ছেড়ে কথা বলব না। এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার।

বাঙালিদের পাশে পাঁচ সাংসদ

(প্রথম পাতার পর) অবস্থাতেও আসছে। পুলিশের পোশাক না পরে সিভিল ড্রেসে আসছে। যে গাড়িতে করে বিভিন্ন জায়গায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে সেই গাড়ির কোনও নম্বর পর্যন্ত নেই। এখানকার প্রতিটি মানুষ ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আছে। অত্যাচারিতরা স্পষ্ট করে বলছে, ট্রিট করা হচ্ছে— এখানে আছ কেন? চলে যাও বাংলায়। অনেকে ভয়ে এলাকা ছেড়ে বাংলায় ফিরেও গিয়েছেন। কোচবিহারের অনেক মানুষ এখানে ছিলেন। অনেকে চলে গিয়েছেন, অনেকে আছেন। আমরা ওঁদের রাজ্য পুলিশের যে হেল্পলাইন নম্বর সেটি দিয়ে এসেছি এবং যোগাযোগ করতে বলেছি। এছাড়াও আরও অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রতিমা মণ্ডল, ডাঃ শর্মিলা সরকার, প্রকাশ চিক বরাইক, মমতাবালা ঠাকুর ও বাপি হালদার। তাঁরা কথা বলেন অত্যাচারিতদের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই অত্যাচারিত বাংলার শ্রমিকদের নিরাপদে রাজ্যে ফেরানোর জন্য হরিয়ানার পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে তৃণমূলের তরফে। বাংলার শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ

(প্রথম পাতার পর) প্রয়োজনে জবাবদিহি করতে হবে। নির্বাচন কমিশন শীর্ষ আদালতে জানিয়েছিল তারা ১ অগাস্ট খসড়া তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে। সেখানেই মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী কপিল সিব্বল দাবি করেন, যাঁরা তালিকা থেকে বাদ পড়লেন তাঁরা আর আবেদনও করতে পারবেন না তালিকায় নথিভুক্ত করার জন্য। সেখানেই বিচারপতি সূর্য কান্তর স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, যদি কোনওভাবে নিজেদের বিজ্ঞপ্তি থেকে সরে আসে নির্বাচন কমিশন, আদালত হস্তক্ষেপ করবে।

বিহার নির্বাচনী ভোটার তালিকার খসড়া তালিকা ১ অগাস্ট প্রকাশিত হলে তবে কাদের নাম রয়েছে তালিকায় তা পাওয়া সম্ভব হবে। ইতিমধ্যেই কমিশন জানিয়েছে বিহারের ৬৫ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে। সেক্ষেত্রে এই তালিকা থেকে বোঝা সম্ভব হবে না কাদের নাম বাদ পড়েছে। ফলে যাঁদের নাম বাদ পড়বে তাঁরা কীভাবে জানতে পারবেন তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ।

সুপ্রিম কোর্ট আশ্বস্ত করে, নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের তালিকার সঙ্গে মিল রেখে খসড়া তালিকা প্রকাশ করার কথা জানিয়েছে। বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে আমরা বিষয়টির উপর নজরদারি চালাচ্ছি। যদি ব্যাপক হারে তালিকা থেকে নাম বাদ যায়, তবে সুপ্রিম কোর্ট অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা নেওয়ার পর্যবেক্ষণ জানায় বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তাঁদের চিহ্নিত করে জানাতে সমর্থ হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি খসড়া তালিকা প্রকাশের পরে অগাস্টের মাঝামাঝি রাখার নির্দেশ দেয় আদালত।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

30 July, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর • কালিম্পংয়ে ধস • বাংলা-সিকিম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

রাত জেগে উদ্ধারকাজ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলবন্দি টোটগাঁওয়ে রাত জেগে দুর্গতদের নিরাপদ স্থানে সরানো এবং ত্রাণ দিলেন তৃণমূল প্রধান ও সরকারি আধিকারিকরা। সোমবার গভীর রাতে প্রায় একটা নাগাদ টোটগাঁও গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করে। সেই মুহূর্ত থেকেই সক্রিয় হয়ে ওঠে স্থানীয় প্রশাসন। মালবাজার ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত এই গ্রামে দ্রুত শুরু হয় উদ্ধারকাজ। প্রশাসনের তৎপরতায় রাতেই ৬৭টি পরিবারকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সরকারি ত্রাণ শিবিরে। ত্রাণ শিবিরে পৌঁছানোর পরপরই সেখানে ব্যবস্থা করা হয় শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ওষুধ, চিকিৎসক এবং শিশু ও বয়স্কদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার। প্রশাসনের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরাও তৎপর হন এই দুর্যোগ মোকাবিলায়। সারারাত বন্যাদুর্গতদের পাশে ছিলেন বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুনম লোহার, মালবাজারের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস এবং সেচ দফতরের বাস্তুকাররা। তাঁরা নিজের হাতে ত্রাণ বিলি করেন, পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন এবং গ্রামবাসীদের সাহস জোগান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন সরকারি কর্মী ও তৃণমূল কর্মীরা। রাতভর চলা এই তৎপরতার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে জল নামতে শুরু করে। শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের

জলস্তরের নজরদারিতে আধিকারিকরা।

দুর্গতদের পাশে গৌতম দেব, মহুয়া গোপ।

সকালের খাবার দেওয়ার পর যাঁদের বাড়ি তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত, তাঁদের বাড়ি ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এখনও গ্রামের বহু শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষ ত্রাণ শিবিরেই রয়েছেন। বৃষ্টিপাত ও নদীর জলস্তর নিয়ে প্রশাসনের তরফে নজরদারি।

জলের নিচে জাতীয় সড়ক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর। ফের বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে তিস্তা। সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বইছে তিস্তা। সোমবার গভীর রাতে কালিম্পং জেলার অন্তর্গত তারখোলাতে ধসে বিপর্যস্ত যান চলাচল। পাশাপাশি সিকিম এবং বাংলার যোগাযোগকারী

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবস্থা

- রবিঝোরায় গ্রামবাসীদের উদ্ধার।
- খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির
- রাতেও প্রশাসনের নজরদারি
- ঘুরপথে চলছে গাড়ি
- সতর্ক করা হয়েছে পর্যটকদের

রবিঝোরার রাস্তার উপর দিয়ে বইছে তিস্তার জল। প্রশাসনের তরফে লাগাতার চলছে নজরদারি। চলছে মাইকিং। পাহাড়ি এলাকায় তিস্তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেখানকার অধিবাসীদের। রবিঝোরা ও ২৯ মাইল অঞ্চলে জাতীয় সড়ক ১০-এর উপর দিয়ে বইছে নদীর ধারা। কালিম্পং-দার্জিলিং সংযোগকারী রাস্তা তিস্তার কাছে এসে থমকে গেছে— একেবারে জলের তলায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে

কালিম্পংয়ে চলছে রাস্তা সারাইয়ের কাজ।

সিকিমগামী জাতীয় সড়কে ডুবে গিয়েছে।

সোমবার রাত থেকেই যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে বিকল্প রুটের পরামর্শ। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, দুই দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারের কিছু অংশে মঙ্গলবার ও বুধবার হতে পারে ভারী বৃষ্টি, সঙ্গে বজ্রপাত ও ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া।

দিল্লিতে শ্রমিকের স্ত্রী-সন্তানকে হেনস্থা প্রতিবাদে পথে তৃণমূল-সহ বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, মালদহ : দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল চাঁচলের পরিযায়ী শ্রমিক মুক্তার খানের পরিবার ও মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। দিল্লি পুলিশের সাংবাদিক সম্মেলনে তোলা দাবিকে 'মিথ্যা ও

মিছিলে তাজমুল হোসেন, আবদুর রহিম বক্সি প্রমুখ।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে নস্যাৎ করা হয়। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে চাঁচলে তৃণমূলের সভা থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে 'রোহিঙ্গা' ও 'বাংলাদেশি' বলে আক্রমণ করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি। শনিবার দিল্লিতে মুক্তার খানের স্ত্রী ও সন্তানকে হেনস্থার ভিডিও প্রকাশ পায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লি পুলিশ দাবি করে, এই পুরো ঘটনা 'তৃণমূল নেতাদের ষড়যন্ত্র' এবং অভিযুক্ত মহিলা পুলিশকে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তবে এই দাবিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় মুক্তারের পরিবার। তাঁর বোন মুক্তারি খাতুন বলেন, আমার বউদিকে মেরেছে, শিশুটিকেও ছাড়েনি।

এনআরসির প্রতিবাদ মঞ্চেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিজেপির বাংলা বিদ্বেষ, গায়ের জোরে এনআরসি নোটিশ পাঠানোর প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে গর্জে উঠেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার বিক্ষোভ মহামিছিল অনুষ্ঠিত হল ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে। মিছেলের পর সভায় এনআরসির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি ছাড়ল ৮টি পরিবার। তাঁরা হাতে তুলে নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা। মঙ্গলবার জটেশ্বর সুপার মার্কেট থেকে বিশাল মিছিল সারা জটেশ্বর পরিক্রমা করে। এরপর জটেশ্বর চৌপতিতে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বিক্ষোভ মিছিলে পা মেলান জেলার তৃণমূলের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, আলিপুরদুয়ারের

মিছিলের নেতৃত্বে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।

বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, জেলা পরিষদ মেন্টর মৃদুল গোস্বামী, জেলার যুব সভাপতি সমীর ঘোষ-সহ অনেকেই। আজকের মিছিলে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ যোগ দেন।

বাঘ সেজে সংরক্ষণের বার্তা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : আন্তর্জাতিক বাঘদিবস পালন করা হল শিলিগুড়িতে। বাঘ সেজে সংরক্ষণের বার্তা দিল পড়ুয়ারা। সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনাসভা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, তথ্যচিত্র প্রদর্শন এবং

সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নর্থ বেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস পার্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অভিষেক চৌধুরী এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ আগামী প্রজন্মকে বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে।

রাজ্যের উদ্যোগ, পাহাড়ে লোকশিল্পীদের কর্মশালা

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : লোকশিল্পীদের উন্নয়নে উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের তরফে ভাতাও দেওয়া হয় লোকশিল্পীদের। দেশ-বিদেশে রাজ্যের সংস্কৃতির প্রসারেও নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। এবারের পাহাড়ের লোকশিল্পীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য। শিল্প ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে কার্শিয়াংয়ে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে লোকশিল্পীদের কর্মশালা। চলবে আজ, বুধবার পর্যন্ত। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত ৫০ জন শিল্পী এই কর্মশালায় যোগ দেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকশিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে অংশ নিয়েছেন। যাতে এই কর্মশালা হয়ে উঠেছে

কর্মশালায় নিজেদের ছন্দে শিল্পীরা।

আরও রঙিন। নেপালি বাদ্যযন্ত্রর সঙ্গে সুর মিলে এক অপূর্ব পরিবেশ তৈরি হয়েছে পাহাড় ঘেরা কার্শিয়াংয়ে। রাজ্যের এই উদ্যোগকে শুধু শিল্পীরা নন, প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

৯
৩০ জুলাই ২০২৫
বুধবার

30 July, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ভবানীপুরে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক আদিবাসী মহিলার। নাম সূর্যমণি সিং। বয়স ৫৫। দুপুরে ডেবরায় ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই সময় ঘরেই ছিলেন সূর্যমণি

দুই জেলায় দুই সমবায়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূলের

খেজুরির পানখাই সমবায় কৃষি উন্নয়ন

সংবাদদাতা, খেজুরি : বিজেপির বিধানসভা এলাকা। তাতেও সমবায় নির্বাচনে প্রার্থীই দিতে পারল না বিজেপি। সবক'টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের পথে তৃণমূল। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি-২ ব্লকের পানখাই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে মনোনয়ন পর্বেই জয়ের পথ প্রশস্ত তৃণমূল প্রার্থীদের। জানা গিয়েছে, এই সমবায়ের মোট আসন নয়টি। বছরখানেক আগে এই সমবায়ের মেয়াদ শেষ হয়। এরপর কয়েক মাস আগে নির্বাচন ঘোষণা হতেই প্রস্তুতি শুরু করে দেয় তৃণমূল। মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন দেখা যায় তৃণমূল সমর্থিত নয় প্রার্থীই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, বিরোধী কেউ জমা দেয়নি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব আসনে জয় পেয়ে গেল তৃণমূল। তারাই বোর্ড গড়তে চলেছে। এই সমবায়ের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ১৭ অগাস্ট। তার আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের খবরে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। এই সমবায়টি আগেও তৃণমূলের ছিল। এটি যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অর্থাৎ বারাতলাও তৃণমূলের দখলে। তবে খেজুরি বিধানসভায় কিছুটা বিজেপির প্রভাব আছে। তাই তৃণমূলের বড়সড় জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে তৃণমূল। ব্লক তৃণমূল সভাপতি সমুদ্রব দাশ বলেন, মানুষ বিজেপির পাশে থাকতে চাইছে না। নির্বাচনের প্রার্থীই খুঁজে পায়নি বিজেপি। আগের বোর্ড যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করেছে তাতে মানুষ তৃণমূলের ওপর ভরসা রেখেছে। সকল জয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাই।

■ সমবায় জয়ের পর তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের উল্লাস। মঙ্গলবার।

চাকদহ যশরা কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

প্রতিবেদন : নদিয়া জেলাতেও সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার। মঙ্গলবার কল্যাণীর সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১২ আসনের সবক'টিতেই জয়ী হল তৃণমূল। ফলাফল ঘোষণা হতেই আবির খেলায় মেতে ওঠেন কর্মীরা। হল মিষ্টি বিতরণও। ছয় বছর পর নদিয়ার চাকদহ বিধানসভার অন্তর্গত দি যশরা কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডে নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। তবে ১২ আসনের কোনওটিতে বিরোধীরা প্রার্থীই দিতে পারেনি। ফলে বিনা লড়াইয়েই জিতেছে তৃণমূল। দীর্ঘদিন পর এই সোসাইটিতে নির্বাচন না হওয়ায় সদস্যদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ছিল আগ্রহ ও উত্তেজনা। অশান্তির আশঙ্কায় মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ। তবে শেষমেশ শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে সব কিছু। ২৬-এর নির্বাচনের আগে আরও এক সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল জয় পাওয়ায় কর্মী-সমর্থকদের মনোবল বাড়ল। উল্লেখ্য, গত কয়েকমাসে রাজ্যে যে ক'টি সমবায় সমিতিতে নির্বাচন হয়েছে, তার বেশিরভাগেই জিতেছে তৃণমূল।

পড়ুয়াদের পাশে

■ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষার আলো পেতে পারে, তার জন্য সরকারের পাশাপাশি বনহুগলি যুবক সংঘ পুরুলিয়ার বড়ন্তি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রামজীবনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল পড়ুয়াকে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করল। যুবক সংঘের সম্পাদক শঙ্কর রাউত উপহার তুলে দিলেন স্কুলপড়ুয়াদের হাতে।

হেল্পলাইনে ফোন করে রেহাই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ পরিযায়ীদের

সংবাদদাতা, পিংলা : গুজরাতের সুরাটে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে পুলিশি হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন এ-রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার ১৬ জন বাসিন্দা। বিপদে পড়ে ওঁরা মুখ্যমন্ত্রীর টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে সমস্ত ঘটনা জানান। তারপরেই মেলে রেহাই। স্বস্তি পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পরিবারগুলি। মাত্র দিনসাতেক আগে গুজরাতের সুরাটে একটি যন্ত্র তৈরির কারখানায় কাজে গিয়েছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার গোবর্ধনপুর ও কেলেয়াড়া এলাকার প্রায় ১৬ জন বাসিন্দা। দু'দিন আগেই বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের বাসায় হঠাৎ পুলিশ গিয়ে তুলে এনে মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকী তাঁদের থানাতেও নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। তারপর এ-রাজ্যের যে পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে রয়েছেন, তাঁরা কোনও সমস্যায় পড়লে তাঁদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করে রাজ্য সরকার। সেই নম্বরেই ফোন করে স্বস্তি পেলেন ১৬ জন। বর্তমানে তাঁরা কোম্পানির দেওয়া বাসাতে ঠিকভাবেই আছেন। বাংলাদেশি সন্দেহেই তাঁদের এই অবস্থা হয়েছিল জানিয়েছেন ওঁরা। খবর পেয়ে স্বস্তিতে ওই ব্যক্তিদের পরিবার। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

■ পিংলার ছাড়া পাওয়া বাংলার শ্রমিকরা।

ধর্ষণে কুড়ি বছরের কারাদণ্ড

প্রতিবেদন : স্কুলছাত্রীকে দিনের পর দিন ধর্ষণের দায়ে ২০ বছরের সাজা হল এক রিকশাচালকের। মঙ্গলবার বাঁকুড়া জেলা আদালত এই রায় শুনিয়েছে। ঘটনাটি ২০২০ সালের। লালসার শিকার বাঁকুড়া সদর থানার এলাকার দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। ওই এলাকাতেই বাড়ি বাসু কালিন্দী নামে রিকশাচালকের। সে-ই ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে কাউকে কিছু জানালে ফল খুব খারাপ হবে বলে হুমকি দিয়েছিল। ভয়ে ওই কিশোরী বাড়ির কাউকে জানায়নি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দিনের পর দিন ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে ওই রিকশাচালক। তার জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে সে। শারীরিক পরীক্ষা হলে দেখা যায় সে অন্তঃসত্ত্বা। এরপরই বাড়ির লোকের চাপে ওই কিশোরী সব জানালে পরিবার বাঁকুড়া মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ওই রিকশাচালককে গ্রেফতার করে। দেড় মাসের মধ্যেই আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। ১২ জনের সাক্ষ্যপ্রমাণ সেই সঙ্গে কিশোরীর গর্ভস্থ সন্তানের সঙ্গে অভিযুক্তের ডিএনএ পরীক্ষা মিলে যাওয়ায় সোমবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। আজ, মঙ্গলবার দোষীকে ২০ বছরের সাজা দিলেন বিচারক। এছাড়াও ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

দেড় মাসে উদ্ধার ৬৩ হাজার টাকা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: ছিনতাইয়ের ৬৩ হাজার টাকা অবশেষে উদ্ধার করল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। শনাক্তকরণের জন্য টিআই প্যারেডের পর অভিযুক্ত শেখ রাজুকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উদ্ধার হয় পুরো টাকা। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত হয় ঘটনায় ব্যবহৃত মোটর বাইকটিও। গত ৬ জুন দুপুর দেড়টা নাগাদ বালিগেড়িয়ার এসবিআই থেকে ৬৩ হাজার টাকা তুলে দোলগ্রামে যাচ্ছিলেন রঘুনাথ বেরা। এক অজানা বাইক আরোহী ভুদ্রবনি ও দোলগ্রামের মাঝে পথ আটকে সেই টাকা ছিনতাই করে চম্পট দেয়। নয়াগ্রাম থানা তদন্ত শুরু করে জানতে পারে, অভিযুক্ত খড়্গপুর টাউন থানার পাঁচবেড়িয়া এলাকার দাগি আসামি শেখ রাজু। অবশেষে টিআই প্যারেডে টাকা উদ্ধার।

দিল্লিতে বাঙালি শ্রমিক দম্পতি নিখোঁজ, উদ্বেগে পরিবার

সংবাদদাতা, নদিয়া : বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোয় বাংলাভাষী বাঙালিদের উপরে নিপীড়ন চলছেই। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পুলিশের হয়রানির শিকার হলেন নদিয়ার শান্তিপুরের শাকিলা বিবি। পুলিশের ভয়ে গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর স্বামী সাইদুল শেখ। বাড়িতে খবর পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা মা লালবানু বেওয়া। শান্তিপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাইদুল-শাকিলা কাজের খোঁজে দিল্লি গিয়েছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে শান্তিপুর থানায় জানালে পুলিশ আশ্বস্ত করলেও এখনও দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে আটক মহিলা ও তাঁর স্বামীর খোঁজ পায়নি। উৎকণ্ঠায় ভুগছেন ওঁদের পরিবার। মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চেয়েছেন। গতকালই মুখ্যমন্ত্রী বোলপুরের সভা থেকে ভাষা-আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তারপরেও এ-রাজ্যের বাঙালিরা বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন। তালিকায় নাম জুড়ল শান্তিপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শাকিলা, সাহিদুল। পরিবার সূত্রে খবর, ওঁদের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে শান্তিপুর থানায়। সেখান থেকে দিল্লি পুলিশের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এরই প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন করছেন রাজ্য জুড়ে, তাঁরাও জেলায় বৃহত্তর আন্দোলন করবেন।

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদ, বন্ধ হোক নিপীড়ন

প্রতিবেদন : বিভিন্ন বিজেপি রাজ্যে যেভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের আক্রমণ-অত্যাচারে উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি। প্রতিবাদে শামিল সংবিধান বাঁচাও-দেশ বাঁচাও মঞ্চ। গুরগাঁও, বেঙ্গালুরু, আমেদাবাদের মতো শহরগুলি থেকে উঠে আসা বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের ভিডিও মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে দেখিয়ে সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, এটা এসআইআর নয়, এটা হল পিছনের দরজা দিয়ে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত। নাগরিকদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিভাজন ঘটানো সংবিধানের মূল চেতনার বিরোধী। অবিলম্বে এই নিপীড়ন বন্ধ হোক!

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

30 July, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

দুই জেলার সংযোগে জয়দেব সেতুর সূচনায় খুলে গেল এক নয়া দিগন্ত

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অজয় নদের উপর স্থায়ী সেতু তৈরি হওয়ার ফলে পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হল। সেই সঙ্গে সহজ হল উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে কাঁকসার এক অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী নতুন সেতু তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু জমিজট-সহ বিভিন্ন কারণে সেতু নির্মাণে বেশ কিছুটা সময় লাগল। সেতুটি শিবপুর এলাকায় শুরু হয়ে ইলামবাজারের টিকরবেতায় শেষ হয়েছে। মোট দৈর্ঘ্য ২.৭৩ কিলোমিটার। খরচ হয়েছে ১৩৭ কোটি টাকা। ইলামবাজার হয়ে ঘুরে দুর্গাপুর মুচিপাড়া যেতে হলে কমপক্ষে ২৫ কিলোমিটার রাস্তা বেশি যেতে হয়। এই সেতুর ফলে মুচিপাড়া-শিবপুর রাস্তা ধরে শান্তিনিকেতন যাওয়ার দূরত্ব প্রায় ২২-২৫ কিমি কমে যাবে। এই সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে শিবপুরের দিকে দুটি মঞ্চ তৈরি করা হয়। একটি মঞ্চে আধিকারিকেরা অন্যটি সাধারণ দর্শকদের জন্য। মঞ্চের ঠিক সামনেই এলসিডি স্ক্রিনে ইলামবাজার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানো হয়। সেতুর উপর ফলক উন্মোচন করেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক এস পুন্নবালম, মহকুমা শাসক, আড্ডার চেয়ারম্যান কবি দত্ত-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা।

পশ্চিম বর্ধমান

■ শিবপুরের সূচনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জেলাশাসক এস পুন্নবালম প্রমুখ।

জগন্নাথধামে রাধা-মদনমোহনের ঝুলন উৎসবে উপচে পড়ছে মানুষের ভিড়

সংবাদদাতা, দিঘা : গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দিঘার জগন্নাথধামে শুরু হল রাধা-মদনমোহনের ঝুলন উৎসব। সমুদ্রপাড়ে রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলার সাক্ষী থাকতে রোজ কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন জগন্নাথধাম চত্বরে। ঝুলন উৎসবকে ঘিরে দিঘাজুড়ে বর্ষামুখর পরিবেশে তৈরি হয়েছে এক মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশের। তারই সাক্ষী থাকতে রোজ বিকেল থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষজন ভিড় জমাচ্ছেন মন্দিরে। দিঘা জগন্নাথধাম সূত্রে খবর, রবিবার হরিৎ তৃতীয়া তিথি থেকে জগন্নাথধামে শুরু হয়েছে এই ঝুলন উৎসব। চলবে ৯ অগাস্ট পর্যন্ত। রোজ বিকেল চারটে থেকে রাধা-মদনমোহনের মূর্তি মন্দিরের দোলনার সামনে নিয়ে এসে পালিত হচ্ছে ঝুলন উৎসব। গাছগাছালি ও ফুলে সজ্জিত দোলনায় রাধাকৃষ্ণের ঝুলন যেন তৈরি করেছে এক অপরূপ প্রেমের বন্ধনের। এটি মূলত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রিয় অনুষ্ঠান। মথুরা, বৃন্দাবন, মায়াপুরের মতো স্থানগুলিতে ঘটা করে এই ঝুলনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ঝুলন উৎসবে মূলত ভগবান কৃষ্ণের যৌবনকালে বৃন্দাবনের খেলাগুলির উদযাপন করা হয়। যেখানে বিশ্বাস করা হত যে তিনি রাধা এবং গোপিনীদের সঙ্গে দোলনায় খেলায় মেতে উঠতেন। সেইমতো সুন্দরভাবে সজ্জিত দোলনা তৈরি করে দিঘায় চলছে এই ঝুলন উৎসব। সঙ্গে রোজই খোল-করতাল সহযোগে নামগান। ইসকনের তরফে দিঘার জগন্নাথধামে কয়েকজন সন্ন্যাসী দ্বারা চলছে এই উৎসব। মন্দিরের মধ্যেই তৈরি হয়েছে দোলনা। সামনে ভক্তিমূলক স্তোত্র পাঠ করছেন ইসকনের সন্ন্যাসীরা। এছাড়াও তাঁদের উদ্দেশে নৈবেদ্য অর্পণ করে চলছে বিশেষ আরতি। ঝুলন উৎসব উপলক্ষে রোজ সন্ধ্যায় রীতিমতো লাইন দিয়ে মানুষ ঢুকছেন মন্দির চত্বরে। সন্ধ্যায় জগন্নাথের আরতির পাশাপাশি মন্দিরের মধ্যেই চলছে ঝুলন উৎসব। সেই কারণে রোজ রাধা মদনমোহনের মূর্তি গর্ভগৃহ থেকে বের করে ঝুলন বেদির কাছে এনে পালন করা হচ্ছে ঝুলন উৎসব। এর সঙ্গে ভগবানের নামগানে তৈরি হয়েছে অপরূপ আধ্যাত্মিক পরিবেশ। দিঘা জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমন দাস জানান, প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে চলবে ঝুলন উৎসব। প্রথম দিন থেকেই বহু মানুষ ঝুলন উৎসব দেখতে আসছেন। সুন্দর সুসজ্জিত দোলনা তৈরি করা হয়েছে। রোজই ভগবানের ঝুলন উৎসব পালিত হচ্ছে।

জঙ্গলঘেরা গ্রামে নিরাপত্তার চাবিকাঠি এখন 'পাথরের ঘর'

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

চুরি রুখতে অভিনব পথ খুঁজে নিলেন জঙ্গলঘেরা গ্রামের মানুষ। এক সময় মাঝেমধ্যেই ডাকাত পড়ত এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামে। মাটির বাড়ি হওয়ায় সুযোগ পেলেই চোরেরা সিঁধ কেটে বাড়িতে ঢুকে পড়ত। লুঠপাট চালিয়ে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যেত। এই অবস্থায় চুরি ও ডাকাতি রুখতে কার্যত হিমশিম খেতেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে অভিনব উপায় খুঁজে নেন জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। মাটির ঘরের বদলে তাঁরা বানাতে শুরু করেন পাথরের ঘর। কারণ, মাটির দেওয়ালের তুলনায় পাথরের দেওয়াল ভাঙা বা সিঁধ কাটা সহজ নয়। উপরন্তু পাথরে আঘাত করলে শব্দ হয়, ফলে চোরেরাও সহজে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পিছিয়ে যায়। পাহাড়ি গ্রামগুলিতে বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করেন বহু মানুষ। বনের কাঠ, পাতা ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ তাঁদের প্রধান জীবিকা। এইসব সামগ্রী চুরি হয়ে গেলে পরিবারে নেমে আসে অভাব-অনটন। তাই নিজেদের সুরক্ষার কথা ভেবেই তাঁরা এখন পাথরের ঘর নির্মাণের দিকে ঝুঁকেছেন। পাথরের এই বাড়িগুলিতে সিমেন্ট ব্যবহার করা হয় না। পাথর জোড়া দিতে ব্যবহার করা হয় মাটি, যা সঠিক অনুপাতে ব্যবহার করলে যথেষ্ট মজবুত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, জঙ্গল থেকে সহজলভ্য পাথর সংগ্রহ করে ঘর বানানোর ফলে খরচও কমে যায়, আবার পাথরের দেওয়ালের জন্য এই ঘর গ্রীষ্মকালেও স্বাভাবিকভাবেই ঠান্ডা থাকে। এই ভাবনা এখন অনেকেই অনুসরণ করছেন। শুধু নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নয়, পরিবেশবান্ধব নির্মাণ এবং খরচ সাশ্রয়ের দিক থেকেও পাথরের ঘর হয়ে উঠছে বনবাসীদের কাছে এক নতুন আশার আলো।

রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি সম্মান পেলেন পিংলার পটশিল্পী আনোয়ার

মৌসুমী হাইত ● পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের নয়াগ্রাম নামটি শুনলেই মনে পড়ে পট চিত্রশিল্পের কথা। এক সময় শুধুমাত্র স্থানীয় মেলা আর গ্রামবাংলার পটের গানে সীমাবদ্ধ ছিল এই শিল্প, আজ তা পৌঁছেছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে। এই শিল্পের অন্যতম প্রতিনিধি খ্যাতনামা পটশিল্পী আনোয়ার চিত্রকর। তাঁর হাত ধরে পিংলার ঐতিহ্য শুধু রাজ্যের গর্ব নয়, এখন তা ভারতেরও পরিচিতি বহন করছে বিশ্বের দরবারে। আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট দিল্লিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য পটশিল্পীদের গড়া পটচিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক অনন্য ভাষ্য তুলে ধরলেন আনোয়ার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও ১০ পটশিল্পী। তাঁদের তুলিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মাটির সংস্কৃতি, গ্রামীণ জনজীবন এবং জাতীয় ঐক্যের গল্প। শুধু পটচিত্র নয়, ছিল গান, কাহিনি এবং সমাজচেতনার মেলবন্ধন।এই অসাধারণ কীর্তির জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজের হাতে আনোয়ার চিত্রকরকে সম্মানিত করে অভিনন্দন বার্তা দেন। বাংলার এক লোকশিল্পী রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ায় নিঃসন্দেহে বাংলার পটশিল্প ইতিহাসে এটি একটি মাইলস্টোন। আনোয়ার তাঁর নিজের আঁকা একটি চিত্র রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন। খ্যাতনামা পটশিল্পী আনোয়ার বলেন, আমি ছোটবেলা থেকে পট আঁকছি। এই পটচিত্র শুধু ছবি নয়, আমাদের গল্প, ইতিহাস, গান আর সংস্কৃতির ধারক। দিল্লিতে গিয়ে দেশের সামনে তা তুলে ধরতে পারাটা আমার কাছে গর্বের। পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার প্রায় ২৮ শিল্পী রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁদের নিপুণ শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলেন।

ফুটবল মাঠে খুন

সংবাদদাতা, নদিয়া: সুদের টাকা নিয়ে গন্ডগোল এবং শত্রুতার জেরে ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করল অন্যজন। কালীগঞ্জ ব্লকের সাধুগঞ্জে নৃশংস খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত পরিমল রাজোয়ারকে গ্রেফতার করেছে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত সঞ্জিত ঘোষের (৪০) বাড়ি ফরিদপুরের বালিয়াডাঙায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মাস ছয়েক আগে পরিমল সঞ্জিতের থেকে সুদে ২০ হাজার টাকা ধার করে। সেই টাকা সুদ-সহ সময়মতো শোধ করা হয় বলে পরিমলের দাবি। কিন্তু সঞ্জিতের দাবি ছিল, টাকা শোধ হয়নি। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝামেলা হয়।

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণদিনে শ্রদ্ধা

সংবাদদাতা, নদিয়া : মঙ্গলবার বাঙালি জাতির গর্ব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণদিবস উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাল শান্তিপুর পুরসভা পাবলিক লাইব্রেরি ময়দানে। বাংলার বরেণ্য এই সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদের উদ্যোগে বিধবাবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ, নারীশিক্ষার প্রচলন হয়। প্রয়াণদিবসে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরির সামনে তাঁর মূর্তিতে। শান্তিপুর পুরসভার পুরপ্রধান সুব্রত ঘোষ ও উপপ্রধান কৌশিক প্রামাণিক-সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ এদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

খুনে যাবজ্জীবন

সংবাদদাতা, কাঁথি : পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে এক ব্যক্তিকে খুনে ৬ জন দোষীর যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল কাঁথি মহকুমা আদালত। মঙ্গলবার কাঁথি মহকুমা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক নুরুজ্জামান আলি মূল অভিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মাইতি-সহ ৬ জনকে যাবজ্জীবন সাজা শুনিয়েছেন। পাশাপাশি অতিরিক্ত ৫০০০ টাকা জরিমানাও ঘোষণা করেছে আদালত। জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে পটাশপুরের গোয়ালদা পাটনা গ্রামে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে একটি রাস্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা এবং পরে শচীন্দ্রনাথ মাইতি খুন হন। সেই ঘটনায় মঙ্গলবার মূল অভিযুক্তদের সাজা ঘোষণা করে আদালত।

মোদিরাজ্যে ভয়াবহ ডিজিটাল অ্যারেস্ট। এবার প্রতারণার শিকার হলেন এক মহিলা চিকিৎসক। খোয়ালেন ১৯ কোটি টাকা। গুজরাতের গান্ধীনগরে পুলিশ অফিসার ও আইনজীবীর ছদ্মবেশে এই প্রতারণা করা হয় ওই চিকিৎসকের সঙ্গে

তৃণমূলের প্রশ্নবাণের মুখে গভীর অস্বস্তিতে বিজেপি

অপারেশন সিঁদুর, লোকসভায় বিরোধী প্রশ্নে জেরবার মোদি-শাহ

প্রতিবেদন : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রথমে তৃণমূলের আক্রমণ এবং পরে বিরোধীরাও সেই সুরে আক্রমণ করল সরকারকে। যার সরাসরি জবাব দিতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কীভাবে জঙ্গিরা ঢুকল, কেন নিরাপত্তা ছিল না, কীভাবে দীর্ঘদিন জঙ্গিরা কাশ্মীরে লুকিয়ে রইল বাহিনীর চোখ এড়িয়ে কিংবা ডোনাল্ড ট্রাম্প কোন অধিকারে সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করলেন? জবাব নেই বিজেপির। নাস্তানাবুদ সংসদে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে বিজেপির দ্বিচারিতা এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরে তৃণমূলের কটাক্ষ, বিজেপির নাটকীয় ইউটার্ন। দু'রকম কথা অমিত শাহ আর রাজনাথ সিংয়ের মুখে।

গোটা ভাষণটাই প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচার। দাবি করলেন ২২ এপ্রিলের ঘটনার জবাব দেওয়া হয়েছে ২২ মিনিটে। এর আগে ভাষণ প্রসঙ্গে বিরোধীদের চাপে পড়ে অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বীকার করতে বাধ্য হন, পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় কেন্দ্র দায় এড়াতে পারে না। ব্যর্থতার দায় মেনে নেন শাহ। তবে সেই সঙ্গে তাঁর দাবি, খতম করা হয়েছে পহেলগাঁওয়ের খুনিদের। এই স্বীকারোক্তিতেও অবশ্য শান্ত হননি তৃণমূল সাংসদরা। তাঁদের প্রশ্ন, উরি থেকে পুলওয়ামা, রাজৌরিতে বারবার ক্ষমার অযোগ্য ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে পারল কেন বিজেপি। এরপরেও পদ আঁকড়ে থাকার কোনও নৈতিক বা সাংবিধানিক অধিকার আছে কি অমিত শাহর? একই প্রশ্ন তুলে ধরে কেন্দ্রকে চেপে ধরে কংগ্রেস-সপার মতো বিরোধী দলগুলোও। এদিন মোদির সাফাইকেও একহাত নিয়েছে তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস-সহ গোটা বিরোধী শিবির। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিরা ভারতে ঢুকেছিল কীভাবে? তারা কোথায় আত্মগোপন করেছিল? অপারেশন সিঁদুরে ভারতের ক'টি রাফায়েল যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে? মোট ক্ষয়ক্ষতিই বা কী? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপেই কি অপারেশন সিঁদুরের সিজ ফায়ার করতে বাধ্য হয়েছিল ভারত? কেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবির পাল্টা কোনও দাবি বা সরকারি প্রত্যাখ্যান জানায়নি ভারত সরকার? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি দল পাঠানো ভারত সরকারের পাশে কেন দাঁড়ায়নি অধিকাংশ দেশ? কেন তারা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেনি? কেন পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা ব্যর্থতা স্বীকার করে পদত্যাগ করছেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা আইবি প্রধান? অদূর ভবিষ্যতে ফের জঙ্গি হামলা হলে ভারত কি আবার পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করবে? এবারের সামরিক অপারেশনে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলের সোনালি সম্ভাবনা থাকলেও কেন তা বাস্তবায়িত হল না? এই সব প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে দু'ঘণ্টার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আরও একবার কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের আক্রমণ করার পুরনো ছকই অনুসরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এদিনের ভাষণকে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি বলে ব্যাখ্যা বিরোধীদের।

■ এসআইআর-এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তৃণমূল সাংসদরা।

বাংলার বঞ্চনা নিয়ে ফের মিথ্যাচার

লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখোশ খুলে দিলেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার

প্রতিবেদন : বাংলার প্রতি গেরুয়া কেন্দ্রের প্রতিহিংসা ও বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে লোকসভায় গর্জে উঠলেন তৃণমূলের ডেপুটি লিডার কাকলি ঘোষদস্তিদার। বাংলার সঙ্গে কীভাবে ধারাবাহিক আর্থিক বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে মোদি সরকার, তার প্রমাণ আগেই সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মনরেগা, আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের মোট পাওনা ২০,০০০ কোটি টাকা। বারবার আর্জি জানানো সত্ত্বেও রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষের ন্যায্য পাওনা এই টাকা আটকে রেখেছে মোদি সরকার। মঙ্গলবার লোকসভায় এই প্রসঙ্গ তুলেই কেন্দ্রীয় সরকারের মুখোশ খুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ, লোকসভার দলের ডেপুটি লিডার কাকলি ঘোষদস্তিদার। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংয়ের সামনে প্রশ্নোত্তর পর্বে কাকলি ঘোষদস্তিদার জানতে চান, কেন বাংলার পঞ্চায়েতগুলির কাজের টাকা আটকে রাখা হয়েছে? নির্বাচিত পঞ্চায়েতের তরফে সঠিক ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। তার পরেও কেন আটকে রাখা হয়েছে বাংলার গরিব মানুষের টাকা? দিল্লি থেকে ৬৪ বার বাংলায় কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল গিয়েছে। তারা সঠিক জবাব পেয়েছে। তার পরেও কেন বাংলার পঞ্চায়েতের গরিব মানুষের ৭০০০ কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে না পেরে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং পুরো বিষয়টি কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় বলে এড়িয়ে যান।

এরপরে সংসদে দাঁড়িয়ে জেডিইউ-এর সাংসদ ও মোদির মন্ত্রিসভার সদস্য লালন সিং মিথ্যাচার করেন বাংলার বিরুদ্ধে। নিজেদের মুখ বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই কটূক্তির তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের প্রশ্ন, এটা কীভাবে বলা যায়? বাংলা তো ভারতেরই একটা অঙ্গরাজ্য। বাংলাকে সম্মান করা উচিত, অপমান নয়। আপনারা গরিব মানুষের টাকা আটকে রাখেন। বাংলার সংস্কৃতি আর ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করেন। বাংলার নাম ভুল করে বিহার বলেন। বাঙালিদের 'বাংলাদেশি' বলে দাগিয়ে দেন, দুর্ব্যবহার করেন। বাংলায় কথা বললেই জেলে বন্দি করেন, এমনকী দেশ থেকে বের করে দেন। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, হ্যাঁ, বাংলা বিশেষ ধরনের রাজ্য। কারণ, বাংলার শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধান অনুসারে চলে, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলে না; তাই আপনাদের এত গাত্রদাহ! বাংলা মাথা উঁচু করে চলে, বিজেপির ঘৃণ্য বিভেদের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।

এতবড় সুযোগ, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরালাম না কেন?

প্রতিবেদন: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় বাংলার ৩ পর্যটক-সহ ২৬ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। লোকসভায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রশ্ন তুললেন, প্রধানমন্ত্রী কি পারলেন দেশের মান, মর্যাদা, প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখতে? অপারেশন সিঁদুর তো পরের কথা, আগে জানতে হবে এতগুলো জঙ্গি এল কোথা থেকে? যেখানে হাজার হাজার পর্যটক পৌঁছতে পারেন, ৪ জন জঙ্গি পৌঁছতে পারে, সেখানে ১০ জন পুলিশ পৌঁছতে পারল না? মঙ্গলবার লোকসভায় বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজিতে একের পর এক যুক্তি সাজিয়ে সায়নী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পহেলগাঁও-কাণ্ডে মোদি সরকারের চরম ব্যর্থতা। তাঁর মন্তব্য, মোদি আসলে ট্রাম্পের ভাঁড়। তৃণমূল সাংসদ প্রশ্ন তোলেন গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়েও। তাঁর জিজ্ঞাসা, জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর যখন নিজে স্বীকার করেছেন, গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথা, সেখানে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধানকে সরিয়ে দেওয়া হল না কেন? কেন একমাসের মধ্যেই তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হল? সবচেয়ে বড় কথা, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে আনার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মোদি সরকার কেন সদ্ব্যবহার করতে পারল না সেই সুযোগের?

অভিষেকের সুরেই মোদিকে কটাক্ষ রাহুলের

প্রতিবেদন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছিলেন, সেই কথারই প্রতিধ্বনি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের মন্তব্য, সন্ত্রাসবাদ এবং পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার নিন্দা করেছে সকলেই। কিন্তু একটি দেশও নামও করেনি, নিন্দাও করেনি পাকিস্তানের। অর্থাৎ অভিষেকের পথেই মোদিকে কটাক্ষ করলেন রাহুল। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দিলেন কঠিন বাস্তবকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম তুলেছিলেন এই প্রশ্নটা। সোশ্যাল মিডিয়ায় তা তুলেও ধরেছিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। ৩৬২ কোটি টাকা খরচ করে বিশ্বভ্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই জনসংযোগের নিটফলটা কী? কোনও দেশই তো মুখ খুলল না পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

৫৪১ পদে নিয়োগই হয়নি এনআইএ-তে

প্রতিবেদন: অদ্ভুত ব্যাপার! এবার কি কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের ঔদাসীন্য আর অবহেলার শিকার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ? তথ্যের দাবি তো সেইরকমই। ১৯০১টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ৫৪১টি এখনও শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে অ্যাডিশনাল ডিজি, আইজি, ডিআইজি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ পদও। লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্ন ছিল, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-তে কত পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ৩০ জুন অবধি এজেন্সির নথিভুক্ত মামলার সংখ্যা কত? গত ৩ বছরে সাজা ঘোষণা হয়েছে কতগুলো কেসে?

জঙ্গিরা ঢুকল কীভাবে জবাব চাইল তৃণমূল

প্রতিবেদন: রাজ্যসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় মোদি সরকারের ন্যক্কারজনক রাজনীতিকে কার্যত তুলোধোনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের উপ দলনেতা সাগরিকা ঘোষ। সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় সিঁদুর নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনার শুরুতে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সোচ্চার হন সাগরিকা। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে সাগরিকা ঘোষ বলেন, যদি তাঁর শিরায় সিঁদুর বইত, তাহলে এত বড় হামলা কীভাবে হল, জঙ্গিরা ভারতে কীভাবে ঢুকল, গোয়েন্দা ব্যর্থতার কারণ কী?

রাজ্যসভায় বিজেপির মেকি জাতীয়তাবোধকে তীব্র কটাক্ষ

প্রতিবেদন: কেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলে নিতে পারল না মোদি সরকার? কেন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল না? রাজ্যসভায় অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মঙ্গলবার প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দায় কে নেবে? প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, কেন আইবি প্রধানের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হল? বিরোধী শিবিরের নেতা, সাংবাদিকদের উপরে ব্যবহার না করে জঙ্গিদের উপরে নজরদারি চালানোর জন্য কেন কেন্দ্রীয় সরকার পেগাসাস ব্যবহার করছে না? কেন সরকার সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখছে না? কেন এই হিরন্ময় নীরবতা? কেন দখল করতে পারলাম না পাক অধিকৃত কাশ্মীর? প্রশ্ন তোলেন তিনি। সেনাবাহিনীর সদস্য বাংলার সন্তান হাবিলদার ঝন্টু আলি শেখের মৃত্যুর পরে তাঁর মরদেহে সম্মান জানাতে চায়নি বিজেপি, এটা লজ্জার, বিজেপির মেকি জাতীয়তাবোধকে কাঠগড়ায় তুলে সাফ জানান ঋতব্রত।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের বিতর্কে বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার। ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকল হয়ে যায় বিমানের বাঁদিকের ইঞ্জিন। বিপদ এড়াতে তড়িঘড়ি আপৎকালীন 'মেডে' কল করেন পাইলট। গত সপ্তাহে আমেরিকার ওয়াশিংটনে ঘটনাটি ঘটেছে

থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

সংঘর্ষবিরতি চুক্তির পরেও প্রতিবেশীর ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দোষারোপ চলছে

প্রতিবেদন : ভুয়ো দেশাত্মবোধ গড়ে তুলতে গিয়েই থাইল্যান্ডের সঙ্গে কম্বোডিয়ার অহেতুক যুদ্ধ। সোমবার মধ্যরাতে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পর গোটা ঘটনায় কম্বোডিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্বকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করল থাইল্যান্ড। যদিও যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরে কম্বোডিয়ার তরফ থেকে আলাদা কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বলা হয়, কম্বোডিয়া যুদ্ধবিরতি কঠোরভাবে মেনে চলতে দায়বদ্ধ।

গত প্রায় পাঁচদিন ধরে থাইল্যান্ড ও তার প্রতিবেশী দেশ কম্বোডিয়া একে অপরের উপর মিসাইল, গ্রেনেড হামলা জারি রেখেছিল। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে থাইল্যান্ডের সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের দাবি, কম্বোডিয়া তাদের দেশের স্কুল, পেট্রোল পাম্প, ধর্মীয় স্থানের পাশাপাশি হামলা চালিয়েছে কমপক্ষে ১৯টি হাসপাতালে। সব রকম যুদ্ধনীতি ভেঙেছে কম্বোডিয়া, দাবি করে থাইল্যান্ড। যার ফলে মাত্র পাঁচ দিনে মৃত্যু হয়েছে ১৪ থাই নাগরিকের যার মধ্যে একটি ৮ বছরের শিশুও রয়েছে। সোমবার মালয়েশিয়ার মধ্যস্থতায় অবশেষে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি মেনে নেয় দুই দেশ।

দুই দেশের মধ্যবর্তী এমারেল্ড ট্রাইঅ্যাঙ্গেল দখল নিয়ে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। রাজতন্ত্রের সময়ে কম্বোডিয়া ফরাসি কলোনি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু। অন্যদিকে দখলদারি প্রতিষ্ঠায় সেনা ক্যাম্প ও বিমান বাহিনী দিয়ে নজরদারি চালায় থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ডের দাবি, কম্বোডিয়ার নেতা হুন সেন-এর আমলে কম্বোজদের মধ্যে অতিরিক্ত দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে বিনা প্ররোচনায় যুদ্ধের পথে যায় কম্বোডিয়া। নিজের ও নিজের ছেলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এই পথ নেন হুন, দাবি থাইল্যান্ডের। তবে আপাতত সংঘর্ষ বিরতি চুক্তির পর দুই দেশই যে শান্তিতে ফিরতে চাইছে প্রমাণিত দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের বার্তায়। কম্বোজ নাগরিকদের নিরাপত্তায় সেনাবাহিনী একবারও যুদ্ধের পথে যায়নি বলে দাবি কম্বোডিয়ার। তবে কিছু নিয়ম না মানা সেনার কারণে বিক্ষিপ্ত হামলা হয়েছে বলে দাবি কম্বোডিয়ার প্রশাসনের। উল্টোদিকে থাইল্যান্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, থাই নাগরিকদের দাবি মেনেই সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয়েছে থাইল্যান্ড।

নিমিশার মৃত্যুদণ্ডের সাজা কি প্রত্যাহার?

ইয়েমেনের নীরবতায় বাড়ছে ধোঁয়াশাও

পরস্পরবিরোধী নানা খবর ছড়াচ্ছে

প্রতিবেদন : স্বস্তি কি নিশ্চিত? সর্বশেষ আসা একটি খবরে তেমনই ইঙ্গিত। যদিও সরকারি স্তরে এই বিষয়ে কিছু না জানানোয় ধোঁয়াশাও জারি রয়েছে।

ইয়েমেনে ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ডের সাজা খারিজ নাকি ফের তা সাময়িকভাবে স্থগিত হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল না। কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে যে ইয়েমেনের কর্তৃপক্ষ মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে। আবার কিছু রিপোর্টে বলা হচ্ছে, এই ধরনের দাবি ভুয়ো। এর কোনও সরকারি ভিত্তি নেই। গত ১৬ জুলাই মৃত্যুদণ্ড পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিমিশার। কিন্তু সম্প্রতি ইয়েমেনের রাজধানী সানায় দেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে মৃত্যুদণ্ডের সাজা খারিজ করা হয়েছে বলে খবর মেলে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইয়েমেন বা ভারতের তরফ থেকে কোনও সরকারি বিবৃতি বা ঘোষণা না হওয়ায় গোটা বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়।

খুনের অপরাধে ২০১৭ সাল থেকে ইয়েমেনের জেলে বন্দি রয়েছেন কেরলের নার্স নিমিশা প্রিয়া। ২০১৮ সালে এই মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় ইয়েমেনের আদালত। ভারতীয় নার্সের ফাঁসি আটকাতে এত বছর ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে এসেছে নিমিশার পরিবার।

অবশেষে এবার কি তবে স্বস্তি? জানা যাচ্ছে, দীর্ঘ কূটনৈতিক ও আইনি লড়াইয়ের পর ভারতীয় সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলিম ধর্মগুরু কান্দাপুরম এপি আবুবকর মুসলিয়ার দফতর থেকে জানানো হয়, নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড খারিজ হয়েছে। মুসলিয়ার নিজেই এই বিষয়টা নিয়ে ইয়েমেনের ধর্মীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। তারপরই সাজা খারিজের তত্ত্ব সামনে আসে। মুসলিয়ার অফিস থেকে বলা হয়, নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড আগে স্থগিত করা হয়েছিল, এখন তা পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সানায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে আগের স্থগিত সাজা পুরোপুরি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়।

এরপরই সর্বস্তরে জল্পনা বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় সরকারি সূত্রের দাবি করে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানায় যে ইয়েমেনে নিমিশার মৃত্যুদণ্ড খারিজ করা হয়নি। যে দাবি করা হচ্ছে তা নাকি পুরোপুরি ভুল। পাশাপাশি সরকারিভাবে ইয়েমেন বা ভারতের বিদেশ দফতরের তরফে কিছু জানানো হয়নি। অসমর্থিত সূত্রের খবর, ভারতের বিদেশমন্ত্রক নাকি জানিয়েছে যে নিমিশার মৃত্যুদণ্ড বাতিল সংক্রান্ত দাবি নাকি তথ্যভিত্তিক নয়। এই নিয়ে যে প্রচার চলছে তা বিভ্রান্তিকর।

এর আগে, ১৬ জুলাই নিমিশার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গ্র্যান্ড মুফতি আবুবকর মুসলিয়ারের সরাসরি হস্তক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের আগের দিন তা স্থগিত হয়ে যায়। তিনি ইয়েমেনি কর্তৃপক্ষের কাছে দয়া প্রার্থনা করে আবেদন জানান। মায়ের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ যেন কার্যকর না হয় সেই আর্তি নিয়ে ইয়েমেনে পৌঁছয় নিমিশার কিশোরী কন্যা ১৩ বছরের মিশেল। বন্দি ভারতীয় নার্স নিমিশাকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চোখে দেখেনি তার মেয়ে। এর মধ্যেই খবর মায়ের মৃত্যুদণ্ডের। তাই নিজের মাকে ফিরিয়ে আনতে ইয়েমেনি কর্তৃপক্ষের কাছে তার করুণ আর্জি, দয়া করে আমার মাকে ফিরিয়ে দিন।

২২ শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব

প্রতিবেদন : অপারেশন সিন্দুরের পাল্টা প্রত্যাঘাত হিসেবে কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে অবিরাম গোলাগুলি চালায় পাকিস্তান। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির নাবালক সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। স্নাতক স্তর পর্যন্ত তাঁদের লেখাপড়ার সব খরচ বহন করবেন বলে জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

পহেলগাঁও হামলার জবাব দিতে ভারতীয় বাহিনী 'অপারেশন সিন্দুর' চালায়। কিন্তু তারপরেও ভূস্বর্গকে অশান্ত করতে প্ররোচনা ছড়ায় ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের একের পর এক হামলায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পুঞ্চ জেলা। গত মে মাসে রাহুল সেখানে গিয়ে অসহায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি তাঁদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেইমতো জেলা কংগ্রেসের তরফে ২২ জন শিশুকে চিহ্নিত করা হয় যাঁদের অভিভাবকরা পাকিস্তানি গোলাগুলিতে মারা গেছেন। এরপরই রাহুল তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ওই শিশুদের পড়াশুনোর খরচ চালানোর কথা জানান। বুধবার প্রথম কিস্তির টাকা তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জানিয়েছেন।

অবতরণের পর গ্রেফতার পাইলট

প্রতিবেদন : যৌন হেনস্থার অভিযোগে আমেরিকায় গ্রেফতার হলেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাইলট। সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে তাঁর বিমান অবতরণের পরই গ্রেফতার করা হয় ৩৪ বছর বয়সি পাইলটকে। এক শিশুকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই গ্রেফতারি। জানা গিয়েছে, 'ডেলটা এয়ারলাইন্স'-এর একটি বিমান মিনিয়াপোলিস থেকে সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছয়। ওই বিমানের অন্যতম পাইলট ছিলেন এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন তদন্তকারীরা। নিরাপত্তার কারণে তাঁরা কো-পাইলটদেরও কিছু জানাননি আগে। বিমানটি অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ওই পাইলটকে গ্রেফতার করা হয়। যাত্রীরা নামার আগেই বিমানের ভিতরে প্রবেশ করেন তদন্তকারীরা। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির প্রায় জনাদশেক তদন্তকারী বিমানের ভিতরে প্রবেশ করেন। এরপর ককপিট থেকে ওই পাইলটকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান বিমানের অন্যরা।

দেওঘরে পুণ্যার্থী-বোঝাই বাস-ট্রাকের সংঘর্ষ

মৃত ১৮ কানওয়ার যাত্রী

প্রতিবেদন : শ্রাবণ মাসে মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে বড় দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন পুণ্যার্থীরা। ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার ঘটনা। মঙ্গলবার ভোররাতে জামুনিয়া গ্রামের কাছে বাস ও গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন কানওয়ার যাত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে বাসটি কার্যত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বাসের মধ্যে থাকা যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩৫ জন যাত্রী নিয়ে এদিন ভোর চারটে নাগাদ বাসটি বৈদ্যনাথ ধামের দিকে যাচ্ছিল। দেওঘর-বাসুকিনাথ সড়কের উপর

জামুনিয়া চকের কাছে গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স ও এনডিআরএফ-এর দল। জোরকদমে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। প্রথমে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল, দুর্ঘটনাস্থলেই ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আহতদের। পরে সেখানে আরও ন-জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। চালকের গাফিলতির কারণেই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান। তদন্ত শুরু হয়েছে।

বন্দুকবাজের হামলায় নিহত ৫

প্রতিবেদন : আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলা। এবার ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন। সূত্রের খবর, ভারতীয় সময় সোমবার গভীর রাতে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকস্টোন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির কার্যালয়ে ঢুকে এক ব্যক্তি এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। সংশ্লিষ্ট অফিসে থাকা ব্যক্তিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আততায়ীর গুলিতে এক পুলিশ-সহ চারজন প্রাণ হারান। পরবর্তীতে হামলাকারীরও মৃত্যুর খবর মেলে। নিউ ইয়র্ক পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, ম্যানহাটনের মধ্যাঞ্চলে এক ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে ঢুকে হঠাৎ করেই গুলি চালাতে শুরু করে। এই কাণ্ড দেখে প্রথমে ওই অফিসের নিরাপত্তা কর্মীরা এবং পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। গুলির লড়াইয়ে আততায়ীর মৃত্যু হয়েছে। তবে সেটা পুলিশের গুলিতে নাকি অভিযুক্ত আত্মহত্যা করেছে তা স্পষ্ট নয়। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন একাধিক।

যখন ক্যানসারের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তখন পর্যাপ্ত ঘুম পাওয়া জরুরি। সঠিক ঘুম শরীরকে পুনরুদ্ধার করতে এবং সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কোষগুলি পূরণ করতে সহায়তা করে। স্ট্রেসের মাত্রা কমায়, মানসিক স্বাস্থ্য ভাল করে

স্টেথোস্কোপ

ফুসফুসের ক্যানসার

ফুসফুসের ক্যানসার এদেশে এক মহামারী। যে সংখ্যাটি বছর বছর বেড়ে চলেছে। যেসব ক্যানসারে মৃত্যুর হার সর্বাধিক তার মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসার অন্যতম। আগামী পয়লা অগাস্ট 'বিশ্ব ফুসফুস ক্যানসার দিবস'। কেন হয় এই ক্যানসার? উপসর্গ কী? চিকিৎসা করলে কি সারে ফুসফুসের ক্যানসার? লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

কী এই ফুসফুসের ক্যানসার

ফুসফুসের ক্যানসার হল একটি বা দুটি ফুসফুসে অস্বাভাবিক কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। এটি বিশ্বের সবচেয়ে সাধারণ ক্যানসারগুলির মধ্যে একটি এবং সাধারণত ধূমপায়ীদের মধ্যেই এটি বেশি লক্ষ্য করা যায়। ফুসফুস হল দুটি স্পঞ্জের মতো অঙ্গ যা বুকে অবস্থিত এবং শ্বাসযন্ত্রের একটি অংশ। ফুসফুস শরীরের মধ্যে গ্যাসের জন্য একটি ফিল্টার হিসাবে কাজ করে এবং অক্সিজেনে শ্বাস নিতে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের করতে সাহায্য করে।

কেন হয়

■ যাঁরা ধূমপান করেন বা ধূমপানের সংস্পর্শে আসেন অর্থাৎ প্যাসিভ স্মোকার তাঁদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি বেশি। তবে ধূমপান করেন না এমন ব্যক্তির মধ্যেও ফুসফুসের ক্যানসার হতে দেখা যায়।

■ পারিবারিক ইতিহাস অর্থাৎ একই পরিবারে কারও এই রোগ হয়ে থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এই রোগ আসতে পারে।

■ টক্সিন অর্থাৎ ক্যানসার সৃষ্টিকারী গ্যাস এবং রেডন, অ্যাসবেস্টস ইত্যাদির দীর্ঘস্থায়ী এক্সপোজার। এর থেকে যাঁরা ধূমপান করেন না তাঁদেরও ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে।

■ কম্প্রোমাইজড ইমিউন সিস্টেম : উদাহরণস্বরূপ, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিরা, দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েডের রোগীরা ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন।

ফুসফুস ক্যানসারের ধরন

■ 'নন স্মল সেল লাং কার্সিনোমা', একে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমাও বলে। এটাই ফুসফুস ক্যানসারের খুব কমন একটা টাইপ।

■ স্মল সেল লাং ক্যানসার— এটাও খুব সাধারণ পরিচিত একটা ফুসফুস ক্যানসারের ধরন তবে এটা খুব দ্রুত ছড়ায়।

■ লাং কার্সিনয়েড টিউমার— এটা বিরল ধরনের ফুসফুস ক্যানসার যা আমাদের নিউরো-এন্ডোক্রিন সেলকে প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করে।

উপসর্গ

■ দীর্ঘদিনের কাশি কমছে না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

■ ক্রনিক কফ যেটা ওষুধেও সারছে না পুরোপুরি।

■ কফের এবং কাশির সঙ্গে রক্তপাত হওয়া।

■ বুকে ব্যথা, একনাগাড়ে ব্যথা হতে থাকা এবং বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ।

■ মাঝেমাঝেই ফুসফুসে সংক্রমণ হয়ে নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হওয়া। হালকা শ্বাসকষ্ট।

■ মাঝে-মাঝেই মাথার যন্ত্রণা।

■ কোনও কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া।

■ খিদে কমে যাওয়া। খাবার গিলে খেতে অসুবিধা হওয়া।

■ গলা ধরে যাওয়া বা গলার স্বর বদলে যাওয়া।

■ পাঁজরের হাড়ে খুব যন্ত্রণা।

■ ক্লান্তি এবং দুর্বলতা

ফুসফুসের ক্যানসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয় হল এই ক্যানসার ধরা পড়ে খুব দেরিতে। কারণ উপসর্গ থাকলেও মানুষ রোগকে পাত্তা দেন না। যতক্ষণ না কাশি বা কফের সঙ্গে রক্ত বেরয়। আর এখানেই যত বিপত্তি। ধূমপায়ী ব্যক্তি যাঁরা তাঁদের উচিত একটা-দুটো উপসর্গ এলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

কী কী পরীক্ষা করবেন

■ একটি চেস্ট এক্সরে করিয়ে নেওয়া উচিত।

■ প্রয়োজন অনুযায়ী সিটি স্ক্যান, এফএনএসি বা বায়োপসি করাতে হতে পারে।

■ ব্লাড এবং স্পুটাম টেস্ট অর্থাৎ রক্ত এবং থুতু পরীক্ষা

■ এমআরআই করতে বলেন চিকিৎসকরা।

■ এছাড়া পিইটি স্ক্যান করা হয়।

জানেন কি!

ফুসফুস ক্যানসার বিপজ্জনক হয়ে উঠছে দিনে দিনে। ইদানীং ফুসফুসে একবার ক্যানসার বাসা বাঁধলে তা কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপিতেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। এই ক্যানসার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে এবং দেখা দিচ্ছে প্রাণসংশয়।

বিশেষজ্ঞের মতে, ফুসফুসের ক্যানসার বাড়ছে এবং তা দিনে দিনে ভয়াবহ এক অসুখ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাঁর কারণ কিন্তু পুরোটা ধূমপান বা দূষণ নয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল জিনের রাসায়নিক বদল। গবেষকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন ফুসফুসের ক্যানসারে যাঁদের মৃত্যু হচ্ছে, তাঁদের অধিকাংশেরই শরীরে রয়েছে বিশেষ কিছু জিন। 'ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ মেডিক্যাল অনকোলজি ওপেন' নামক একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য। সেই বিশেষ জেনেটিক মিউটেশনের কারণে অস্বাভাবিক কোষবিভাজন হচ্ছে এবং টিউমার কোষ দ্রুত তৈরি হওয়ার পাশাপাশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে শ্বাসনালি পর্যন্ত এবং এই ছড়িয়ে পড়া শুরু হলে আর তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। তাই ফুসফুস ক্যানসার প্রতিরোধে ধূমপান এবং দূষণের পাশাপাশি রুখতে হবে এই জিনের রাসায়নিক বদলটাও। এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এর কোনও সদুত্তর মিলবে।

তাই আগামী ১ অগাস্ট বিশ্ব ফুসফুস ক্যানসার দিবস। এই দিনটি ফুসফুসের ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করার জন্য পালন করা। এই ক্যানসার আজ মহামারী। জরুরি সতর্কতা এবং তীব্র সচেতনতা, জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণ এবং কঠোরভাবে ধূমপান বর্জন এবং পরিবেশ দূষণ মুক্তি। ২০২৫ এর বিশ্ব ফুসফুস ক্যানসারের থিম হল— "Breaking Barriers: Championing Early Detection and Equal Care",

ফুসফুস ক্যানসারের জটিলতা

■ শ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়ায় জটিলতা

■ বুকে জল জমা (প্লুরাল ইফিউশন)

■ মেটাস্টেসিস অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং হাড়ের মতো কাছাকাছি অঙ্গগুলিতে এই ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া।

■ মুখের ঘা, দাঁতের ক্ষয় বা শুষ্ক মুখ

■ অন্যান্য অঙ্গ ও হাড়ে রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণে হাড়ের ব্যথা

■ বারবার ডায়েরিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য

চিকিৎসা

ফুসফুস ক্যানসারে মূল চিকিৎসা হল অস্ত্রোপচার। সাজারি করে ফুসফুসের অংশ বা পুরো ফুসফুস বাদ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে রেডিয়েশন থেরাপি, কেমোথেরাপি, রেডিও সাজারি, টার্গেটেড ড্রাগ থেরাপি, বায়োলজিক্যাল থেরাপি। এছাড়া যেসব ক্যানসার রোগীর ক্যানসারের আর চিকিৎসা করা যাবে না তাঁদের প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে তাকে খানিকটা সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়। ফুসফুসের ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রোগী কোন স্টেজে রয়েছেন তার ওপর নির্ভর করে অনেকটাই।

১৪
৩০ জুলাই ২০২৫
বুধবার

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

30 July, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

ফাঁকতালে সেঞ্চুরি করেছে, জাদেজা ও সুন্দরকে খোঁচা ডেল স্টেইনের

দুইয়ে স্মৃতি

■ **দুবাই :** মেয়েদের আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের ক্রমতালিকার শীর্ষস্থান খোয়ালেন স্মৃতি মান্ধানা। মঙ্গলবার প্রকাশিত তালিকায় তাঁকে টপকে এক নম্বরে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ডের ন্যাট শিভার ব্রান্ট। দু'নম্বরে নেমে গিয়েছেন স্মৃতি। সদ্যসমাপ্ত ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজে ব্যাট হাতে শিভার ব্যাট হাতে তিন ম্যাচে ১৬০ রান করেছিলেন। সেখানে স্মৃতি তিন ম্যাচে করেছিলেন ১১৫ রান। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট। চার ও পাঁচে দুই অস্ট্রেলীয় এলিস পেরি এবং অ্যালিসা হিলি। প্রথম দশে আর কোনও ভারতীয় ব্যাটার নেই। হরমনপ্রীত কৌর ও জেমাইমা রডরিগেজ রয়েছেন যথাক্রমে ১১ ও ১৩তম স্থানে।

ফিরলেন খলিল

■ **নয়াদিল্লি :** কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের মাঝপথেই ব্যক্তিগত কারণে দেশে ফিরে এলেন খলিল আহমেদ। বাঁ হাতি ভারতীয় পেসারের সঙ্গে দু'মাসের চুক্তি করেছিল এসেক্স। এই সময় এসেক্সের হয়ে খলিলের ছ'টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ এবং ১০টি লিস্ট এ ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু মাত্র দু'টি ম্যাচ খেলেই দেশে ফিরে এলেন। এই দু'ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছিলেন ভারতীয় পেসার। এক বিবৃতিতে এসেক্স জানিয়েছে, খলিল দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল। আমরা হতাশ। তবে ওর দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি।

জয়ী অস্ট্রেলিয়া

■ **সেন্ট কিটস :** শেষ ম্যাচেও জয়। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫-০ ফলে টি-২০ সিরিজ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। এর আগে অস্ট্রেলীয়রা একদিনের সিরিজ জিতেছিল ৩-০ ব্যবধানে। শেষ টি-২০ ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১৯.৪ ওভারে ১৭০ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন শিমরন হেটমেয়ার। অস্ট্রেলিয়ার বাঁ হাতি পেসার বেন ডোয়ারসুইস ৩ উইকেট দখল করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৭ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে তিন উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। মিচেল ওয়েন ৩৭, ক্যামেরন গ্রিন ৩২ এবং টিম ডেভিড ৩০ রান করেন। সিরিজের সেরা গ্রিন।

কিউরেটর-গম্ভীর বচসায় উত্তপ্ত ওভাল

লন্ডন, ২৯ জুলাই : বাইশ গজে বল গড়ানোর ৪৮ ঘণ্টা আগেই উত্তপ্ত ওভাল! মঙ্গলবার পিচ কিউরেটর লি ফোর্টিসের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়ালেন গৌতম গম্ভীর। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, গম্ভীরকে আঙুল উঁচিয়ে রীতিমতো হুমকি দিতে দেখা যায়।

এদিনই প্রথমবার ওভালে প্র্যাকটিস করতে নেমেছিল ভারতীয় দল। মাঠে গিয়েই কোচিং স্টাফদের নিয়ে পিচ দেখতে চলে যান গম্ভীর। সেই সময় দেখা যায় একজন মাঠকর্মী এগিয়ে এসে তাঁদের কিছু একটা বলেন। এর পরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গম্ভীরের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন প্রধান পিচ কিউরেটর ফোর্টিস। সেই সময় ভারতীয় কোচকে আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, আমরা কী করব, সেটা আপনি বলার কেউ নন। পাল্টা ফোর্টিস হুমকি দেন গম্ভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার। যার উত্তরে গম্ভীরকে বলতে শোনা যায়, যা খুশি করতে পারেন, যেখানে খুশি অভিযোগ করুন। আপনি একজন মাঠকর্মীর বেশি কিছু নন।

পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে দেখে, কোনও রকমে তা সামাল দেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক-সহ বাকি সাপোর্ট স্টাফরা। কিন্তু তাতেও গম্ভীরকে ঠান্ডা করা যাচ্ছিল না। পরে সাংবাদিক বৈঠকে এসে গম্ভীরের পাশেই দাঁড়িয়েছেন কোটাক। তিনি বলেন, আমরা সবাই পিচ দেখছিলাম। সেই সময় পিচ কিউরেটরের নির্দেশে একজন মাঠকর্মী আমাদের আড়াই মিটার দূরে সরে দাঁড়াতে বলেন। জানি, পিচের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কিউরেটরের। কিন্তু আমরা রাবার স্পাইকের জুতো পরেছিলাম। এতে পিচের ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এরপর আমাদের একজন সাপোর্ট স্টাফ আইস বক্স নিয়ে যাওয়ার সময়, তার উপর বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন কিউরেটর। গম্ভীর তারই প্রতিবাদ করেছে।

■ পিচ কিউরেটর ফোর্টিসকে আঙুল উঁচিয়ে ধমক গম্ভীরের। মঙ্গলবার ওভালে।

এদিকে, মুখ খুলেছেন পিচ কিউরেটরও। তাঁর বক্তব্য, একটা গুরুত্বপূর্ণ টেস্টের পিচের দায়িত্ব আমার কাঁধে। আমার কাজ ওঁকে (গম্ভীর) খুশি করা নয়। এর আগে কখনও ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কী ঘটেছে সেটা সবাই দেখেছে। আমার কিছুই গোপন করার নেই।

এদিকে, ওভাল টেস্টে ভারতীয় দলে বেশ কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। আহত ঋষভ পন্থের বদলে ধ্রুব জুরেলের খেলা নিশ্চিত। পাশাপাশি কুলদীপ যাদব চলতি সিরিজে প্রথমবার মাঠে নামতে চলেছেন। এদিন নেটে টানা বল করেছেন কুলদীপ। বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনারের সঙ্গে আলাদা করে অনেকক্ষণ কথাও বলেন গম্ভীর। এছাড়া তৃতীয় পেসার হিসাবে অংশুল কম্বোজের বদলে ওভালে টেস্ট অভিষেক হতে পারে অর্শদীপ সিংয়ের। দৌড়ে রয়েছেন আকাশ দীপও। ভারতীয় শিবির সূত্রের খবর, মরণ-বাঁচন ম্যাচে জসপ্রীত বুমরাকে খেলানো কার্যত নিশ্চিত। যদিও কোটাক এদিন বলে গেলেন, বুমরা ফিট। তবে ও এই টেস্টে খেলবে কিনা, তা নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি।

দল গর্ব করার মতো খেলেছে

বলছেন শুভমনদের কোচ

লন্ডন, ২৯ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দল গর্ব করার মতো ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। সাফ জানালেন গৌতম গম্ভীর। এবার তাঁর পাখির চোখ ওভাল টেস্ট।

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট শেষ হওয়ার পর, লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল গোটা ভারতীয় ক্রিকেট দল। ওই অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিক্রম দোরাইস্বামী ও উপরাষ্ট্রদূত সুজিত ঘোষকে দলের সব ক্রিকেটারের সই করা ব্যাট উপহার দেওয়া হয় ভারতীয় দলের তরফ থেকে। অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে গম্ভীর বলেন, গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে আমরা গর্ব করার মতোই ক্রিকেট উপহার দিয়েছি। দুর্দান্ত একটা সিরিজ চলছে। আমি নিশ্চিত, টেস্টে এমন লড়াই সবাই দেখতে চান। যা টেস্ট ক্রিকেটের আকর্ষণ এবং মান দুটোই আরও বাড়িয়ে দেয়। দুটো দলই তুল্যমূল্য লড়াই করেছে। আমরা তো প্রতিটি ইঞ্চির জন্য লড়েছি।

■ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ব্যাট উপহার গম্ভীরের।

আপাতত সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। গম্ভীর জানিয়েছেন, ওভালে জিতেই অসাধারণ এই সিরিজটা শেষ করতে চান। তিনি বলেন, হাতে আর একটা সপ্তাহ রয়েছে। আরও একটা টেস্ট ম্যাচ। আমাদের কাছে আরও একটা সুযোগ। ওভালে শেষ ধাক্কাটা দিতে চাই। দেশকে গর্বিত করেই ইংল্যান্ড ছাড়তে চাই। সিরিজের চারটে টেস্টেই মাঠে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর ভারতীয় সমর্থক। গম্ভীর বলছেন, বিশ্বের এই প্রান্তে খেলা সব সময়ই কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ এই দুই দেশের ক্রিকেট দ্বৈরথের একটা গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। এবার যেভাবে সমর্থন পাচ্ছি, তাতে আপ্লুত। আমি জানি, শেষ টেস্টেও এমন সমর্থন পাব। সবাইকে ধন্যবাদ।

কুলদীপকে খেলাও, পরামর্শ সৌরভের

প্রতিবেদন : ওভালে শেষ টেস্টে সঠিক বোলিং আক্রমণ বেছে নেওয়ার পরামর্শ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সরাসরি জানিয়ে দিলেন, টেস্ট জিততে কুলদীপ যাদবকে খেলাতে হবে।

সংবাদসংস্থাকে সৌরভ বলেছেন, আমি গম্ভীরকে পরামর্শ দিতে চাই, পঞ্চম টেস্টে কুলদীকে খেলানোর জন্য। টেস্ট জিততে সঠিক বোলিং আক্রমণ বেছে নিতে হবে। ম্যাঞ্চেস্টারে দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা যেভাবে ব্যাট করেছি, এটা ধরে রাখতে পারলে এবং সেরা বোলিং আক্রমণ থাকলে ওভালে আমরা জিততে পারি। সৌরভের আক্ষেপ, লর্ডস টেস্ট ভারত মাত্র ২২ রানে হারায়। তাঁর কথায়, এই ভারতীয় দলটা তরুণ। ওল্ড ট্রাফোর্ডে দ্বিতীয় ইনিংসে যেভাবে ব্যাট করে ৪০০-র উপর রান করেছে ভারত তাতে ওরা নিশ্চয় আফসোস করছে যে, লর্ডসে এত কাছে এসেও হারতে হওয়ায়। শেষ দিন ১৯০ রান তুলে দেওয়া উচিত ছিল।

সৌরভের সংযোজন, ভারতীয় ব্যাটারদের অনেকেই বিদেশের মাটিতে প্রচুর রান করেছে। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এটা খুবই ভাল দিক। এই দলটির অনেকেই দেশের হয়ে অনেক দিন খেলবে এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে এই পারফরম্যান্স ওদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। ম্যাঞ্চেস্টারে রবীন্দ্র জাদেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর দুর্দান্ত ব্যাট করেছে। ১৪০ ওভার ব্যাট করে টেস্ট বাঁচিয়েছে ভারত। ঋষভ পন্থ খুব ভাল খেলেছে সিরিজে। পায়ের পাতার হাড় ভেঙে ছিটকে গিয়েছে। সেরে উঠতে একটু সময় লাগবে।

জাদেজাদের পাশে বয়কট

স্টোকস কেন দেরিতে ইনিংস ছাড়ল : সানি

লন্ডন, ২৯ জুলাই : বেন স্টোকসকে একহাত নিলেন সুনীল গাভাসকর। এদিকে রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দরের পাশে দাঁড়িয়েছেন জিওফ বয়কটও।

সানির প্রশ্ন, প্রেস কনফারেন্সে আমি থাকলে ইংল্যান্ডকে প্রশ্ন করতাম, তোমরা আগেই কেন ইনিংস ডিক্লেয়ার করলে না? ৩১১ রানের বদলে ২৪০-২৫০ রানের লিড নিলে তো তোমাদের বোলাররা প্রতিপক্ষকে আউট করার জন্য বাড়তি এক ঘণ্টা সময় হাতে পেত। তাহলে স্টোকসের সেঞ্চুরির পরেই কেন ডিক্লেয়ার না করে ব্যাটিং চালিয়ে গেলে?

গাভাসকর আরও বলেন, আমি জানি, শুভমন গিল এসব কথা বলবে না। ও খুব ভাল ছেলে। কিন্তু আমি সুনীল গাভাসকর। আমি তো প্রশ্নটা করবই। অন্যদিকে, বয়কট আবার নিজের কলামে লিখেছেন, জাদেজা ও সুন্দর গোটা দিন ধরে পরিশ্রম করে ম্যাচ ড্রয়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর, ওদের খেলা বন্ধের প্রস্তাব দেওয়া মানেটা কী! খোঁচা দেওয়ার কাজটা শুরু করেছিল ইংল্যান্ডই। এবার জাদেজা ও সুন্দর যদি খেলা চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে সেটা তো স্টোকসদের মানতেই হবে। প্রাক্তন ইংরেজ ওপেনার আরও লিখেছেন, আমি গোটা দিন পরিশ্রম করে দলের হার বাঁচিয়েছি। তারপর কেন সেঞ্চুরি করার সুযোগ নেব না? বরং আমি ইংল্যান্ডের বোলিং দেখে হতাশ। ওরা দুই ভারতীয় ব্যাটারকে ক্রিজে থিতু হতে সাহায্য করেছে টানা খারাপ বোলিং করে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

30 July, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩০ জুলাই ২০২৫
বুধবার

ওভালে টেস্ট অভিষেক হতে পারে বাঁ হাতি ভারতীয় পেসার অর্শদীপ সিংয়ের

কোচ মেহতাব

■ **প্রতিবেদন :** কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের ক্লাব রেলওয়ে এফসি-র হেড কোচ হলেন মেহতাব হোসেন। আগে সাদার্ন সমিতির টিডি হলেও এই প্রথমবার কোনও দলের হেড কোচের দায়িত্বে দুই প্রধানে দাপিয়ে খেলা এই ফুটবলার। কলকাতা লিগে ভাল জায়গায় নেই রেল। পাঁচ ম্যাচ খেলে মাত্র ৩ পয়েন্ট তাদের। সদ্য 'বি' লাইসেন্স করে নতুন দায়িত্ব নিয়েই মঙ্গলবার অনুশীলনে নেমে পড়েছেন মেহতাব। তিনি বলেন, কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে ফুটবলার জীবনে কখনও চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পেতাম না। কোচ হিসেবেও সব বাধা জয় করার চেষ্টা করব। বাকি আটটা ম্যাচে ভাল ফল করে দলকে সুপার সিক্সের লড়াইয়ে রাখতে চাই।

নেতা স্যান্টনার

■ **বুলাওয়েও :** শেষ মুহূর্তে কাঁধের চোটের কারণে ছিটকে গেলেন টম লাথাম। ফলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্যান্টনার। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে টেস্ট ম্যাচ। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে স্যান্টনারের নেতৃত্ব দেওয়ার খবর জানিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। তবে দ্বিতীয় টেস্টের আগেই লাথাম ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশাবাদী কিউয়ি বোর্ড। প্রসঙ্গত, ৩৩ বছর বয়সি স্যান্টনার নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৩০টি টেস্ট খেলেছেন। ৭৪ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে ১০৬৬ রান করেছেন। বাঁ হাতি স্পিনার অলরাউন্ডার সাদা বলের ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই দেশকে নেতৃত্ব দিলেও, এই প্রথমবার টেস্ট ম্যাচে অধিনায়কত্ব করবেন।

তাম্বের নজির

■ **নয়াদিল্লি :** আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে দ্রুততম পাঁচ উইকেট নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ফিনল্যান্ডের মহেশ তাম্বে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফিনল্যান্ডের ডানহাতি পেসার এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ৮ বলে ৫ উইকেট দখল করেন। মোট দু'ওভার হাত ঘুরিয়ে ১৯ রানে ৫ উইকেট নেন তাম্বে। ম্যাচটা পাঁচ উইকেটে জিতে নেয় ফিনল্যান্ড। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-২০ ফরম্যাটে দ্রুততম পাঁচ উইকেট শিকারের রেকর্ড ছিল বাহরিনের জুনেইদ আজিজের। ২০২২ সালে জার্মানির বিরুদ্ধে ১০ বলে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। যা ভেঙে দিলেন তাম্বে।

নাইটদের সঙ্গে বিচ্ছেদ পণ্ডিতের

প্রতিবেদন : নাইটদের পাঠশালায় অতীত হয়ে গেলেন চন্দু স্যার! আগামী আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ডাগআউটে দেখা যাবে না চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কোচ পণ্ডিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা জানিয়ে দিল কেকেআর।

২০২৪ সালে পণ্ডিতের কোচিংয়ে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। কিন্তু গত আইপিএলে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিল দল। আর সেই ব্যর্থতার দায়ে ছেঁটে ফেলা হল পণ্ডিতকে। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সাল পর্যন্ত কেকেআরের সঙ্গে চুক্তি ছিল তাঁর। যদিও দু'পক্ষ সহমতের ভিত্তিতে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেকেআরের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত নতুন কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রধান কোচ হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক নন। তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ওঁর কোচিংয়ে আমরা ২০২৪ সালে আইপিএল জিতেছিলাম। তিনি একটি শক্তিশালী ও লড়াকু মানসিকতার দল তৈরি করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলা আমাদের দলকে প্রভাবিত করেছিল। ভবিষ্যতের জন্য চন্দু স্যারকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একজন নাইট, সব সময়ই নাইট। কলকাতা সব সময় আপনার ঘর হয়ে থাকবে।

২০২৩ সালে কেকেআরের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন পণ্ডিত। তাঁর কোচিংয়ে প্রথম বছর সাত নম্বরে শেষ করেছিল কলকাতা। পরেরবার অবশ্য দলকে চ্যাম্পিয়ন করেন। তবে যাবতীয় কৃতিত্ব পেয়েছিলেন মেন্টর গৌতম গম্ভীর। এবছর আইপিএলে কেকেআর আট নম্বরে শেষ করার পর থেকেই পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে, লখনউ সুপারজায়ান্টসে যাচ্ছেন পণ্ডিত।

বিসিসিআইয়ের দফতরে চুরি

মুম্বই, ২৯ জুলাই : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সদর দফতর থেকে চুরি গেল সাড়ে ছ'লক্ষ টাকা মূল্যের আইপিএল জার্সি! আর এই চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ফারুক আসলাম খান নামে এক নিরাপত্তারক্ষীকে। জানা গিয়েছে, মোট ২৬১টি জার্সি চুরি হয়েছে। গত ১৭ জুন মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে। ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল গত ১৩ জুন অডিট করার সময়। এর পরেই বোর্ড কর্তারা সিসিটিভি ফুটেজ দেখেন। তাতেই দেখা যায়, ওই নিরাপত্তারক্ষী একটি বক্সে বেশ কিছু জার্সি ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করেছে ধৃত ফারুক।

লিগে হাফ ডজন গোলে দাপুটে জয় ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : ডার্বির ছন্দ বজায় রাখল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার কলকাতা লিগে বিএসএস-কে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করলেন বিনো জর্জের ফুটবলাররা। বারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল উপহার দিয়ে অনায়াস জয় তুলে নেয় লাল-হলুদ। ফলে ৬ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের ঝুলিতে এখন ১১ পয়েন্ট।

ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলে ১৮ মিনিটে প্রথম গোল তুলে নিয়েছিল লাল-হলুদ। তন্ময় দাসের নিখুঁত কর্নার থেকে বল জালে জড়ান চাকু মান্ডি। ৩০ মিনিটে ডেভিড লালহানসাঙ্গার গোলে ২-০। ডার্বির পর ফের গোল পেলেন ডেভিড। মিজো স্ট্রাইকার এবার ডুরান্ডের পরের ম্যাচেও বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামতে পারবেন। বিরতির আগেই তৃতীয় গোল তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। ৩৩ মিনিটে গোলটি করেন লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা মহম্মদ আশিক। বৃষ্টিভেজা মাঠে মশাল বাহিনীর একের পর এক আক্রমণের সামনে কার্যত কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি বিএসএস রক্ষণ।

■ গোলের পর ডেভিডের উচ্ছ্বাস। মঙ্গলবার।

দ্বিতীয়ার্ধেও ইস্টবেঙ্গলের দাপট ছিল অব্যাহত। বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট হওয়ার পর, মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে বিপক্ষের উপর আরও তিন-তিনটি গোল চাপিয়ে দেন বিনোর ফুটবলাররা। ৭১ মিনিটে দলের চার নম্বর গোলটি করেন নাসিব রহমান। এরপর ৭৪ ও ৭৫ মিনিটে আরও দু'টি গোল করেন মার্ক জোথানপুইয়া এবং ভানলালপেকা গুইতে।

ম্যাচের আগে ফুটবলারদের চোট-আঘাত এবং কার্ড সমস্যায় রীতিমতো চাপে ছিল মশাল বাহিনী। কিন্তু হাফ ডজন গোলে জিতে, যাবতীয় শঙ্কা উড়িয়ে দিলেন ডেভিডরা। প্রথম ম্যাচ জেতার পর, মাঝে হঠাৎ করেই ছন্দ হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে পরপর দুটো ম্যাচ জিতে কলকাতা লিগে ফের দৌড় শুরু করল লাল-হলুদ ব্রিগেড।

শক্তিশালী জাপানের গ্রুপে ব্লু টাইগ্রেসরা

■ এশিয়ান কাপ ট্রফি নিয়ে ভারতের সঙ্গীতা ও বাকি দেশের প্রতিনিধিরা।

মহিলা এশিয়ান কাপ

সিডনি, ২৯ জুলাই : মেয়েদের এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে কঠিন গ্রুপ পেল ভারত। আগামী বছরের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হবে এই টুর্নামেন্ট। মঙ্গলবার সিডনির টাউন হলে ছিল টুর্নামেন্টের ড্র। আর শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছেন ভারতীয় মেয়েরা। এদিনের ড্র অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলার মেয়ে সঙ্গীতা বাসফোর।

এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে মোট ১২টি দেশ। মোট তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে এই ১২টি দেশকে। গ্রুপ 'সি'-তে জাপান, ভিয়েতনাম ও চাইনিজ তাইপের সঙ্গে রয়েছে ভারত। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে আয়োজক অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও ফিলিপিন্স। গ্রুপ 'বি'-তে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিনের সঙ্গে রয়েছে উত্তর কোরিয়া, বাংলাদেশ এবং উজবেকিস্তান।

৪ মার্চ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এশিয়ান কাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। ৭ মার্চ দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয় মেয়েদের প্রতিপক্ষ জাপান। ১০ মার্চ চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম দুই স্থানে থাকা মোট ছ'টি দল সরাসরি নকআউটে উঠবে। তাদের সঙ্গে যোগ দেবে, পয়েন্টের বিচারে সেরা দু'টি তৃতীয় স্থানে থাকা দল। এই মোট আটটি দলকে নিয়ে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল।

প্রসঙ্গত, জাপান (৭ নম্বর), ভিয়েতনাম (৩৭ নম্বর) ও চিনা তাইপে (৪২ নম্বর) প্রতিটি দলই ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ভারতের (৭০) থেকে এগিয়ে। ফলে সঙ্গীতাদের কাজটা যে প্রচণ্ড কঠিন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে যোগ্যতা অর্জন পর্বে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছিলেন ভারতীয় মেয়েরা। সেই ছন্দ মূলপর্বেও সঙ্গীতা ধরে রাখতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

এগোলেন সাত্ত্বিকরা, হার গায়ত্রীদের

ম্যাকাও, ২৯ জুলাই : ম্যাকাও ওপেন সুপার ৩০০ ব্যাডমিন্টন ওপেনের শুরুতেই ছন্দে সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। মঙ্গলবার প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়ার লো হাং উই ও নাগ এং চিয়াং জুটিকে ২১-১৩, ২১-১৫ সরাসরি গেমে হারিয়েছেন তাঁরা। এই জয়ের সুবাদে টুর্নামেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন ভারতীয় জুটি।

ভারতীয় জুটির বাড়তি পাওনা বেশ কয়েক মাস পর ফের পুরুষদের ডাবলসের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম দশে ফিরে আসা। মঙ্গলবার প্রকাশিত ক্রমতালিকায় তিন ধাপ এগিয়ে ন'নম্বরে উঠে এসেছেন তাঁরা। তবে হতাশ করেছেন তৃষা জোলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ। মেয়েদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন ভারতীয় জুটি। এদিন তৃষা-গায়ত্রী জুটি তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ২১-১৬, ২০-২২, ১৫-২১ ফলে হেরে যান চিনা তাইপের ওয়াই পেং ও এক্স লিনের বিরুদ্ধে।

মাঠে ময়দানে
30 July, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এক বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন মরক্কোর ফরোয়ার্ড হামিদ আহদাদ

মোহনবাগানকে জোড়া অনুরোধ করলেন অরূপ

প্রতিবেদন : মোহনবাগান ট্রফি জিতলে কেন তা সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব তাঁবুতে আসে না? সিনিয়র দল খেতাব জিতলে কেন ট্রফি দিন কয়েক পর ক্লাবে আসে এবং সেই ট্রফি ক্লাবে শোভা পায় মাত্র দিন তিনেকের জন্য। যা নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় ক্লাব কর্তাদের। প্রতিবেশী ক্লাবের কটাক্ষও শুনতে হয় সবুজ-মেরুন জনতাকে। মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠানে এসে অগণিত সমর্থকদের হয়েই ক্লাবের নতুন সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সৃঞ্জয় বোসের কাছে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের অনুরোধ, ট্রফি জিতলে তা যেন প্রথমেই ক্লাবে আসে সেটা নিশ্চিত করা হোক। শুধু তাই নয়, বাংলার মহিলা ফুটবল এগোচ্ছে। আগামী বছর কন্যাশ্রী কাপে মোহনবাগানের মহিলা ফুটবল দল নামানোর জন্যও ক্লাব সচিব ও সভাপতির কাছে অনুরোধ করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

টুটু বোসকে পুষ্পস্তবক অরূপ বিশ্বাসের।

অরূপ বিশ্বাস বললেন, ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে আমি মোহনবাগান সভাপতি ও সচিবের কাছে আমি দু'টি অনুরোধ করব। এক, আগামী বছর কন্যাশ্রী কাপে আমি মোহনবাগান টিমকে দেখতে চাই। বাংলার মেয়েরা এবার ভারতসেরা হয়েছে। হতে পারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ইস্টবেঙ্গল এই সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু মোহনবাগানকে কন্যাশ্রী কাপে খেলতে হবে। এটা আমার অনুরোধ। আমি বাংলার ফুটবলের সমর্থক। একটা সময় আমি দুটো মেয়াদে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, চ্যাম্পিয়ন হলে ট্রফি যেন ক্লাবে আসে। ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাই মিলে মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়নের ট্রফিটা আমরা যেন ক্লাবে নিয়ে আসতে পারি। ক্রীড়ামন্ত্রীর এই অনুরোধের পর ভরা নেতাজি ইন্ডোর গমগম করে ওঠে সমর্থকদের গর্জনে। স্টেডিয়াম মুখোরিত হয় ক্রীড়ামন্ত্রীর 'জয় মোহনবাগান' স্লোগানে।

ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরোধ করলেও বিষয়টি পুরোপুরি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কোম্পানির এক্তিয়ারে। তবে মোহনবাগান দিবসের মঞ্চেই ক্রীড়ামন্ত্রীর অনুরোধ মেনে কাজ করার আশ্বাস সমর্থকদের দিলেন সভাপতি দেবাশিস দত্ত। তিনি বললেন, সৃঞ্জয় ও আমার পক্ষ থেকে এটুকু আপনাদের কথা দিতে পারি, অরূপদা যে দু'টি অনুরোধ রাখলেন তা বাস্তবায়িত করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবে ক্রীড়ামন্ত্রীর আশীর্বাদ থাকলে অবশ্যই আমরা তা করতে পারব।

মোহনবাগান রত্ন তুলে দেওয়া হল টুটু বোসের হাতে। গলায় পদক পরিয়ে দিলেন মোহন সচিব ও সভাপতি। রয়েছেন বিশিষ্টরা। মঙ্গলবার।

আপ্লুত টুটু : হাতে চাঁদ পেয়েছি

প্রতিবেদন : মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে স্বপনসাধন বোসের নামটা সমার্থক। ময়দান যাঁকে টুটু বোস নামে চেনে। ক্লাবের প্রাণপুরুষ সেই টুটু বোসকেই এবার মোহনবাগান রত্ন সম্মানে ভূষিত করা হল। এই সম্মান হাতে পেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন তিনি। কখনও কাঁদলেন, হাসলেন আবার নানা মজার কথা বলে বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিচারণ করে সবাইকে মাতিয়ে দিলেন। বললেন, মনে হচ্ছে যেন হাতে চাঁদ পেয়েছি।

মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টুটু যখন মঞ্চে উঠছেন, তখন হাততালির রোল। টুটুকে মোহনবাগান রত্ন সম্মান দেওয়ার সময় সঞ্চালক মধুমন্তী মৈত্র অতিথির আসনে থাকা সবাইকে মঞ্চে ডেকে নেন। মঞ্চে তখন চাঁদের হাট। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস, পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, গায়ক-মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্লাব সভাপতি ও সচিবের সঙ্গে সহসভাপতি কুণাল ঘোষ, ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে কার্যকরী কমিটির বাকি সদস্যরাও তখন মঞ্চে টুটুকে ঘিরে। গোটা অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলো করে থাকলেন ঐতিহাসিক অমর একাদশের পরিবারের সদস্যরাও।

অমর একাদশের পরিবারের সদস্যদের মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হল ক্লাবের তরফে। মঙ্গলবার।

টুটুকে নিয়ে ভিডিওবার্তায় বক্তব্য রাখেন সৌরভ, বাইচুং ভুটিয়া, ব্যারেটো, আইএম বিজয়ন, সুব্রত ভট্টাচার্য। তাঁদের সকলেরই বক্তব্যের নির্যাস, 'টুটু বোস, দ্য গডফাদার'। টুটুকে মোহনবাগান রত্ন সম্মানের পদক পরিয়ে দিলেন পুত্র তথা সচিব সৃঞ্জয় ও সভাপতি দেবাশিস। উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন সৌরভ। মোহনবাগানপ্রেমী বাবুল পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা। ক্রীড়ামন্ত্রী তুলে দিলেন পুষ্পস্তবক। সঙ্গে সাম্মানিক এক লক্ষ টাকা। চোখের জল মুছে আবেগবিহ্বল টুটুর স্মৃতিচারণ, সচিব হিসেবে কীভাবে তিনি ক্লাবে সদস্যদের ভোটাধিকার চালু করেছিলেন এবং নিয়ম বদলে কীভাবে প্রথম বিদেশি হিসেবে চিমা ওকোরিকে সই করিয়েছিলেন।

এদিন ১৯ জনকে মোহনবাগানের আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়। আর নিয়মানুযায়ী মোহনবাগান রত্ন প্রাপককে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সচিব ও সভাপতি সেই চেকে সই করার সাহস দেখাতে পারেননি। টুটু বলেন, ১৯ কেন, ২০ জন হবে। আমি আরও চার লক্ষ টাকা দিচ্ছি, ২০তম লাইফ মেম্বার যেন পরজন্মে টুটু বোস হয়। আমি না থাকলে ক্লাবের ক্যান্টিনটা যেন আমার নামেই হয়।

টুটুর মঞ্চেই জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত হন প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজু মুখোপাধ্যায়। তাঁকে সম্মানিত করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মন্ত্রী সুজিত বোস। বর্ষসেরা ফুটবলার আপুইয়া, সেরা ফরোয়ার্ড জেমি ম্যাকলারেন, সেরা তরুণ ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, সেরা হকি প্লেয়ার অর্জুন শর্মা, সেরা ক্রিকেটার রনজ্যোৎ সিং খায়রা, সেরা সমর্থক রিপন মণ্ডল, সেরা রেফারি মিলন দত্ত সম্মানিত হন। প্রয়াত দুই সাংবাদিক মানস চক্রবর্তী ও অরুণ সেনগুপ্তর পরিবারকে মরণোত্তর সম্মান তুলে দেন সহসভাপতি কুণাল ঘোষ এবং অমর একাদশের পরিবারের সদস্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ এবং শেষে ইমন চক্রবর্তীর গান মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে দর্শকদের।

মোহনবাগান লেনে অমরজ্যোতি তাঁবুতে উঠল আবেগের পতাকা

অমরজ্যোতি মশাল হাতে নিয়ে দেবাশিস দত্ত, অতীন ঘোষ, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

প্রতিবেদন : গত বছরই প্রথম মোহনবাগান দিবসে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের জন্মভিটে থেকে ঐতিহাসিক অমর একাদশের স্মৃতিতে অমরজ্যোতি যাত্রা শুরু হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় বর্ষেও উত্তর কলকাতার মোহনবাগান লেনে অমর একাদশের মূর্তিতে মাল্যদান করে মশাল প্রজ্বলনের মাধ্যমে অমরজ্যোতি যাত্রা শুরু হয়। মশাল প্রজ্বলন করেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, যাঁর উদ্যোগেই মোহনবাগান লেনে শিল্ডজয়ী অমর একাদশের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়াও ছিলেন ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ক্লাবের কার্যকরী কমিটির কয়েকজন সদস্য এবং অগণিত সমর্থক।

মোহনবাগান লেন থেকে হাতিবাগান, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে পদযাত্রা করে অমরজ্যোতি মশাল নিয়ে আসা হয় ময়দানে ক্লাব মাঠে। ক্লাব সভাপতি ও বাকিদের সঙ্গে মিছিলে পা মিলিয়েছেন সবুজ-মেরুন জনতা। ক্লাব লনে অমর একাদশের মূর্তির সামনে রাখা হয় অমরজ্যোতি মশাল। এরপর ক্লাব লনে সচিব ও সভাপতি কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন এবং সমর্থকদের আনা কেক কাটা হয়।

সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেন, উত্তর কলকাতার মোহনবাগান লেন আস্ত একটা ইতিহাস। শিবদাস ভাদুড়ি, অভিলাষ ঘোষরা ইতিহাস তৈরির আগে এখানেই অনুশীলন করতেন। অতীনদা (ঘোষ) এখানে প্রথম অমর একাদশের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। ওঁর কাজকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই আমাদের আগের কমিটি ক্লাবে অমর একাদশের মূর্তি বসিয়েছিল। 'মা'-কে আগে সম্মান দিতে হয়। তাই এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা মোহনবাগান লেনকে ভুলতে পারি না।

খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাতে হাত। মঙ্গলবার মোহনবাগানের মাঠে সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সহ-সভাপতি কুণাল ঘোষ। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়